ব্যাখ্যা ঃ— মদীনায় ইহুদীদের আধিক্য ছিল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল, তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিদ্রামগ্নতা ইত্যাদি অবস্থায় স্বীয় প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। সেই সম্পর্কে কোরআন শরীফে এই আয়াত নাযেল হইল— وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শত্রুদের হইতে সুরক্ষিত রাখিবেন" এই আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন, তোমরা চলিয়া যাও, পাহারার আবশ্যক নাই ; আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৩৩১। হাদীছ ঃ— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهٗ مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ وَاِنِ اسْتَاْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা— নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহারা টাকা পয়সা সোনা-চান্দি, কাপড়-চোপড়, পোষাক পরিচ্ছদের গোলাম তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। (তাহাদের মনোবৃত্তি কত নিম্নস্তরের—) তাহাদিগকে তাহাদের (মনোবাঞ্ছা) ধন-সম্পদ প্রদান করা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট, নতুবা অসন্তুষ্ট ; (ধন-সম্পদই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।) তাহারা ধ্বংস হউক তাহাদের অধঃপতন ঘটুক, তাহাদের আপদ-বিপদ দূরীভূত না হউক।

পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তির জন্য মহাসুসংবাদ যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় জেহাদের অপেক্ষায় স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া (তথা সর্বদা প্রস্তুত হইয়া) থাকে ; (কোন পদ বা সুযোগের মোহ তাহার অন্তরে মোটেই নাই,) আল্লার রাস্তায় তাহাকে চৌকিদারির কার্য্য প্রদান করা হইলে সেই কার্য্যেই সে আত্মনিয়োগ করে এবং সকলের পেছনে তাহাকে রাখা হইলে সে পেছনে থাকিয়াই দায়িত্ব পালনে ব্রত থাকে। (এমন নিঃস্বার্থ কর্মির জন্য মহা সুসংবাদ, যদিও বাহ্যিক পরিপাটি মান-মর্য্যাদা তাহার না থাকে—) তাহার মাথার চুল এলোমেলো, পায়ে ধুলা-বালু মাখানো, কাহারও নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে অনুমতি পায় না, সে কোন সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশ রক্ষা করা হয় না। (এইরূপে সে বাহ্যিক মান-মর্য্যাদাহীন হইলেও তাহার জন্য আল্লার রসুলের মারফৎ এই সুসংবাদ যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার মান-মর্য্যাদা অনেক বড়।)

স্বীয় সঙ্গী-সাথির খেদমত ও সেবার ফজিলত

১৩৩২। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কোন এক ছফরে বিশিষ্ট ছাহাবী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত ও সেবা করিয়া থাকিতেন; অথচ তিনি আনাছ (রাঃ) হইতে বয়সে বড় ছিলেন। জরীর (রাঃ) বলিতেন, মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে একটি মহান কাজ করিতে দেখিয়াছি (—তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতিশয় খেদমত ও সেবা করিয়াছেন,) তাই তাঁহাদের যে কোন ব্যক্তিকে আমি পাইব আমি তাঁহার যথাসাধ্য খেদমত ও সেবা করিব।

প্রিয় পাঠক! মদীনাবাসিগণের খেদমত ও সেবা সম্পর্কে জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, তাঁহাদের খেদমত ও সেবা বস্তুত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ ও অনুরাগের পরিচয়।

১৩৩৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (এক জেহাদের ছফরে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (আমাদের মধ্যে কেহ কেহ রোযাদার ছিল, কেহ কেহ রোযাহীন।) রোযাদারগণ (ভীষণ উত্তাপের মধ্যে রোযার কঠোরতার দরুন) কোন কাজকর্মে সক্ষম হইল না। রোযাহীনগণ যানবাহন সমূহের পানাহারের ব্যবস্থা, সঙ্গি-সাথী সকলের প্রয়োজন পূরণ ও খেদমত-সেবা ইত্যাদি সকল প্রকার পরিশ্রম করিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আজকার দিনের সমুদয় ছওয়াব রোযাহীনগণই হাসিল করিয়া নিয়াছে।

আল্লার দ্বীন রক্ষায় আক্রমণ প্রতিরোধে পাহারা দেওয়ার ফজিলত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ.....

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! (দ্বীন ইসলাম রক্ষা কল্পে সকল প্রকার আপদ-বিপদে, কষ্ট-ক্লেশে) ধৈর্য্য ধারণ কর, শত্রুর মোকাবিলায় সংগ্রামে দৃঢ় থাক এবং শত্রুর প্রতিরোধে পাহারাদানে রত থাক। আর সর্বাবস্থায় আল্লার ভয়-ভক্তি উপস্থিত রাখ; ইহাতে তোমাদের সাফল্য লাভ হইবে।

১৩৩৪। হাদীছঃ— من سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

অর্থ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার (দ্বীন রক্ষার) পথে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিরোধে একদিন পাহারা দেওয়া (তথা এই আমলের বদৌলতে আখেরাতে যে সম্পদ লাভ হইবে উহা) সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ হইতে উত্তম। বেহেশতের এক চাবুক পরিমিত (তথা সামান্যতম) অংশ সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। একবার সকালে বা বিকালে (তথা অল্প সময়ের জন্য) আল্লার রাস্তায় জেহাদে বাহির হওয়া সমগ্র জগত ও উহার সব সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

কম বয়স্ক ছেলেকে জেহাদের পথে খেদমতের জন্য দেওয়া

১৩৩৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার মাতার স্বামী) আবু তাল্‌হা (রাঃ)কে বলিলেন, খয়বরের জেহাদ-পথে আমার খেদমতের জন্য একটি বালক তালাশ করিয়া আন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) আমাকে উপস্থিত করিলেন, তখন আমি বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়া থাকিতাম। আমি তাঁহাকে অনেক সময় এই দোয়া করিতে শুনিতাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ

وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

"হে আল্লাহ! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি—পেরেশানী, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা হইতে এবং নিষ্কর্মন্যতা হইতে, অলসতা হইতে, কৃপণতা হইতে, দুর্বলতা ও সাহসহীনতা এবং ঋণের বোঝা হইতে ও শত্রুর প্রাবল্য হইতে।"

অতঃপর হযরত (দঃ) খয়বরে পৌঁছিয়া কিল্লা জয় করিলেন, তাঁহার নিকট তথাকার সর্বপ্রধান সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের দুহিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল যে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ঘরের অতীব সুন্দরী যুবতী, সবে মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার স্বামী এই আক্রমনে নিহত হইয়াছে। (এইরূপ উচ্চ মর্য্যাদাশীলা নারীকে কোন সাধারণ লোকের হস্তে দেওয়া হইলে তাহার মর্য্যাদারও হানী হইবে এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও আছে। লোকদের এই কথায়) হযরত (দঃ) তাঁহাকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনিলেন (এবং এত উচ্চ মর্য্যাদা দান করিলেন যে, তাঁহাকে দাসী না রাখিয়া সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন।)

খয়বর হইতে ফিরিবার পথে "ছাহ্‌বা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) নব-দাম্পত্যের ওলিমার ব্যবস্থা স্বরূপ কিছু খাওয়া-খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, আশেপাশের সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম; ওলিমার সমাপ্তি হইল।

অতঃপর তথা হইতে মদীনা যাত্রা করা হইল। হযরত (দঃ) (স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতি কিরূপ সদয় ছিলেন। তিনি) নব-দম্পতির জন্য নিজ বাহনের উপর পেছনে পর্দা করিয়া আসনের ব্যবস্থা করিলেন এবং আরোহণের জন্য স্বীয় উরু পাতিয়া দিলেন; নব দম্পতি উহাতে নিজ "আবা" দ্বারা পা রাখিয়া যানবাহনে আরোহণ করিলেন। অতঃপর আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিলাম এবং ওহোদ পাহাড় দৃষ্ট হইল, তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, এই পাহাড়টি আমাদিগকে মহব্বত করিয়া থাকে, আমারাও উহাকে মহব্বত করিয়া থাকি। অতঃপর হযরত (দঃ) মদীনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি মদীনা নগরীর উভয় পার্শ্বস্থ এলাকাকে বিশেষ সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা নগরী সম্পর্কে করিয়াছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাবাসীগণের ফল-ফলাদি, শস্য-ফসলের মধ্যে বরকত ও উন্নতি দান কর।

দুর্বল ও নেককার লোকদের নামে আল্লার নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করা

১৩৩৬। হাদীছ ঃ—মোছয়া'ব ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা সায়াদ (রাঃ) (প্রসিদ্ধ বীর ধনাঢ্য ছিলেন এবং তীর চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি) নিজকে ধন্য মনে করিতেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার সেই ধারণায় বাধা প্রদান পূর্বক বলিলেন—

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ -

"তোমরা দুর্বলদের অছিলায়ই আল্লার সাহায্য ও দান লাভ করিয়া থাক।"

পাঠকবর্গ! সাংসারিক ও দলীয় ইত্যাদি সমবায় ব্যবস্থাপনার মধ্যে উল্লেখিত সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; অধুনা আমাদের মধ্যে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৩৩৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে যে, এক দল লোক জেহাদের জন্য যাইবে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান চালান হইবে যে, কোন ছাহাবী তাহাদের সঙ্গে আছেন কি? অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে যে, হাঁ—ছাহাবী আছেন; তখন তাঁহার বদৌলতে তাহাদের জয়লাভ হইবে। অতঃপর এমন এক সময় আসিবে যে, এক দল লোক জেহাদের জন্য যাত্রা করিবে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে যে, রসুলুল্লার ছাহাবীর ছাহাবী তথা কোন তাবেয়ী আছেন কি? অনুসন্ধানে জানা যাইবে, হাঁ—আছেন; তখন তাঁহার বরকতে জয় লাভ হইবে। আবার এক সময় আসিবে যে, ঐরূপ একদল লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে, রসুলুল্লার ছাহাবীদের ছাহাবীর ছাহাবী তথা কোন তাবে-তাবেয়ী আছেন কি? আনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে, হাঁ—আছেন। তখন তাঁহার বদৌলতে তাহাদের জয়লাভ হইবে।

কাহারও সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত নির্দিষ্ট ভাবে এইরূপ বলার অধিকার নাই যে, সে শহীদের মর্তবা পাইয়াছে

ইহা একটি ধ্রুব সত্য এবং সুস্পষ্ট বাস্তব বিষয় যে, শহীদের মর্তবা লাভ করা অনেকগুলি সূক্ষ্ম, আন্তরিক, অপ্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সে সব বিষয়বস্তুর বাস্তবতার খবর একমাত্র অন্তর্যামী সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তাঁহার তরফ হইতে অহী মারফত জানা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে শুধু বাহ্যিক ও স্থূল দৃষ্টিতে উহা জানিবার উপায় নাই। অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল বস্তু সম্পর্কে নির্দিষ্টরূপে দৃঢ়তার সহিত কোন উক্তি করা অনধিকার চর্চা বই কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করুন—প্রথমতঃ নিয়্যতের দিক দিয়া, খালেছ অবিমিশ্ররূপে ফী-ছাবি-লিল্লাহ—আল্লার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হইলে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই শহীদের মর্তবার প্রশ্ন আসিতে পারে, নতুবা নহে। নিয়্যত অদৃশ্য বস্তু, এমনকি উহার উৎপত্তি স্থলও অদৃশ্য; উহার খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। বিভিন্ন হাদীছের মধ্যেও এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ১২৮০ নং হাদীছে জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ফজিলত বর্ণনা করিতে যাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

والله اعلم بمن يجاهد فى سبيله "আল্লাহই ভালরূপে জানেন, কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আল্লার উদ্দেশ্যে জেহাদ করিয়া থাকে।"

তদ্রূপ ১২৮৯নং হাদীছে বলা হইয়াছে—والله اعلم بمن يكلم فى سبيله "আল্লাহ তায়ালাই ভালরূপে জানেন, কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আল্লার উদ্দেশ্যে আঘাত খাইয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।"

অতঃপর যত বড় নেক ও মর্তবার আমলই হউক না কেন উহার ফলাফল লাভ জীবনের শেষ মুহূর্তের ভাল-মন্দের উপর নির্ভর করে, যাহা অনেক সময় সাধারণ দৃষ্টিভূত হয় না; নিম্নের হাদীছে ইহারই একটী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৩৩৮। হাদীছ:—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও মোশরেক কাফেরদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হইল। মোসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যাধিক বীরত্ব ও তৎপরতার সহিত কাজ করিয়াছে—সে যে কোন কাফেরকে একটু সুযোগে পাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিয়াছে। যখন যুদ্ধের একটু বিরাম ঘটিল এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দলীয় লোকদের সঙ্গে একত্রিত হইলেন; আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম, অমুক ব্যক্তি আজ এত অধিক কাজ করিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে অন্য আর কেহই ঐ পরিমাণ কাজ করিতে পারে নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নাম লইয়া বলিলেন সে দোযখী হইবে। হযরতের এই উক্তিতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক ব্যক্তি মনে মনে এই পণ করিল যে, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার অনুসন্ধান করিব। সে যেখানেই যেই কাজ করে ঐ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ঐ ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল, সে এক ভীষণ আঘাত পাইয়াছে এবং আঘাতের যন্ত্রণায় ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া স্বীয় তরবারিকে সোজাবস্থায় রাখিয়া উহার উপর নিজকে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল। অনুসন্ধানী ব্যক্তি এতদদৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং ভাবাবেগে বলিয়া উঠিল, আমি পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লার রসুল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? সে বলিল, যেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি পূর্বাহ্নে বলিয়াছেন যে, দোযখী হইবে এবং আপনার উক্তি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল; তখন আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার অনুসন্ধান চালাইব। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে পাইলাম, সে স্বীয় তরবারী সোজা করিয়া রাখিয়া উহার উপর নিজেকে পতিত করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! (আত্মহত্যা মহাপাপ. যাহার অনুষ্ঠানকারী দোযখের শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে; অতএব শেষ ফলে দেখা যায়, তাহার সম্পর্কে নবীজীর উক্তিই ঠিক হইল)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন কোন সময় এইরূপ হয় যে, একজন মানুষ প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেহেশত লাভের উপযোগী আমল করিতে থাকে বটে, কিন্তু (শেষ পর্য্যন্ত তাহার আসল রূপ প্রকাশ পায় এবং দোযখ উপযোগী আমল করিয়া) সে দোযখী সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ কোন সময় এইরূপও হয় যে, একজন মানুষ প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দোযখ উপযোগী আমল করিতে থাকে বটে, কিন্তু (শেষ পর্য্যন্ত তাহার আভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ গুণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং বেহেশত উপযোগী আমল করিয়া) সে বেহেশতী সাব্যস্ত হয়।

তীর চালনা শিক্ষা করা

পবিত্র কোরআনে নির্দেশ রহিয়াছে—

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

অর্থাৎ—ইসলামদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি ও সমরাস্ত্র সঞ্চয় কর এবং প্রস্তুত রাখ—এই পরিমাণ যে, তোমাদের ও আল্লার (দ্বীনের) শত্রুরা যেন উহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত ও ভয়ে কম্পিত থাকে।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে শক্তি সঞ্চয়ের অর্থ তীর চালনা শিক্ষা করা।

পাঠকবর্গ! যুগের পরিবর্তনে শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের রূপে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আদি যুগে অশ্ব ও তীরই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র। অধুনা যে সব বৈজ্ঞানিক অস্ত্র

আবিষ্কার হইয়াছে ইসলামদ্রোহীদের মোকাবিলায় সেই সব অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং উহার পরিচালনা শিক্ষা আলোচ্য আয়াতের আদেশভুক্ত।

১৩৩৯। হাদীছ :— সালামা-তুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রীয় কতিপয় লোকদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তাহারা (শিক্ষা উদ্দেশ্যে দুই দল হইয়া) তীর চালনা করিতেছিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণ! তোমরা তীর চালনায় অংশই অভিজ্ঞতা লাভ কর; তোমাদের পিতামহ (ইসমাঈল (আঃ) তীর চালনা করিয়া থাকিতেন।) অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি দলের সঙ্গে অবতরণ করতঃ বলিলেন, আমি এই পক্ষে। তখন অপর পক্ষ তীর ছোড়া বন্ধ করিয়া দিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তীর চালাওনা কেন? তাহারা বলিল, আপনি ঐ পক্ষে থাকাবস্থায় তাহাদের প্রতি কিরূপে তীর নিক্ষেপ করিব? তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গেই আছি; তোমরা তীর চালনা কর।

খঞ্জর চালনার খেলা করা

১৩৪০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় হাবশী লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে মসজিদের মধ্যে খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল, এমন সময় ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং (ঐ খেলা বন্ধ করার জন্য) তাহাদের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে ওমর! তাহাদিগকে এই খেলা করিতে দাও। এই বিষয়ে ৫৩০ নং হাদীছখানাও এস্থানে উল্লেখ আছে।

তরবারীর সাজ বা অলঙ্কার

১৩৪১। হাদীছ :—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণ অসংখ্য বিজয় লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তরবারির সাজ স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল না। তাঁহাদের তরবারির সাজ হইত সীসা, লোহা।

অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন সাজ-সজ্জায়, বেশ-ভূষায় অপব্যয় করা যদিও উত্তম কাজ সম্পর্কে হয় উচিৎ নহে। যেমন, জেহাদের তরবারি যাহার সম্পর্কে হাদীছ শরীফে আছে, তরবারির ছায়াতলে বেহেশত। এই তরবারির সাজ-সজ্জায় স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার সোনালী যুগের মোসলমান ছাহাবী-তাবেয়ীগণ করিতেন না। মসজিদ, জায়নামায, তছবীহ, কোরআন শরীফ ইত্যাদি বস্তু সম্পর্কেও এই একই কথা।

বর্শা নিক্ষেপ শিক্ষা করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বর্শার ছায়াতলে আমার (উম্মতের) রিজিক রাখা হইয়াছে; আর আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণে রহিয়াছে মান-মর্যাদার হানি ও অধঃপতন।

ব্যাখ্যা :—মোসলমানের জন্য বেশী পরিমাণের এবং সম্মানজনক ও উত্তম রোজগারের সূত্র হইল জেহাদ। বর্শার ছায়াতলের উদ্দেশ্য জেহাদই বটে।

জেহাদ সম্পর্কে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী

১৩৪২। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্বে) তোমরা মোসলমানগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক জেহাদ করিবে। (সেই জেহাদে ইহুদীরা পরাজিত হইবে এবং দুনিয়ার কোন বস্তু তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে না। এমনকি) কোন ইহুদী কোন পাথরের (বা গাছের) আড়ালে লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মোসলমান ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিবে, হে আল্লার বন্দা! এই দেখ, একজন ইহুদী আমার পেছনে লুকাইয়া আছে তাহাকে হত্যা কর।

১৩৪৩। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্বে নিশ্চয় এই ঘটনা ঘটিবে যে, তোমরা মোসলমান ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে। (কোন বস্তু ইহুদীদেরকে আশ্রয় দিবে না) এমনকি কোন পাথরের পেছনে কোন ইহুদী লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মোসলমানকে ডাকিয়া বলিবে, দেখ—আমার পেছনে এক ইহুদী লুকাইয়া আছে ইহাকে হত্যা কর।

১৩৪৪। হাদীছ :—আমর ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত এই যে, এমন এক জাতির সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ বাঁধিবে যাহারা স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ পশমযুক্ত চামড়ার জুতা ব্যবহারকারী হইবে। আরও এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবে যাহাদের মুখ-মণ্ডল পুরু ঢালের ন্যায় (মোটা—দবীজ ও গোলাকারের) হইবে।

কাফেরদের প্রতি বদ-দোয়া করা

১৩৪৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ সময়ে নবী (দঃ) মোশরেকেদের প্রতি বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ. اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ

اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

"হে আল্লাহ! তুমিই কেতাব (কোরআন) নাযেল করিয়াছ (তুমি উহার হেফাজতের ব্যবস্থা কর;) তুমি মুহূর্তের মধ্যে (ভাল-মন্দের) হিসাব লইতে সক্ষম। হে আল্লাহ শত্রুর দলসমূহকে পরাজিত কর, হে আল্লাহ তাহাদিগকে পরাজিত কর, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দাও।"

এই বিষয়ে ৫৪৭ নং হাদীছখানাও উল্লেখ হইয়াছে।

কাফেরদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করা

১৩৪৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হারায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দৌস গোত্রীয় তোফায়েল ইবনে আম্‌র (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গি মোসলমানগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! দৌস্ গোত্রের লোকগণ (আমার কথায় কর্ণপাত করে না) ইসলামের বিধোধিতা করিতেছে এবং ইসলামকে অস্বীকার করে; তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করুন। উপস্থিত কেহ বলিল, আজ দৌস গোত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য; (সে মনে করিল, নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করিবেন। কিন্তু) নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া না করিয়া দোয়া করিলেন—اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ

"আয় আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর এবং তাহাদেরে আমাদের দলভুক্ত করিয়া দাও।"

বিরোধী দলকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা

১৩৪৭। **হাদীছ ঃ**—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খয়বর অভিযান কালে আলী (রাঃ) চক্ষুর যাতনায় ভুগিতেছিলেন, তাই তিনি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি ভাবিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে আমি বাড়ী বসিয়া থাকিব? ইহা ভাল হইবে না। এই ভাবিয়া তিনিও রওয়ানা হইলেন এবং পথিমধ্যে হযরতের সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইলেন। খয়বর চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বের দিন বৈকালে*) হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, আগামীকল্য যুদ্ধ-পতাকা এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিব যাহাকে আল্লাহ ও আল্লার রসুল মহব্বত করিয়া থাকেন এবং তিনিও আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে মহব্বত করেন, তাহার হস্তে আল্লাহ তায়ালা খয়বরের চূড়ান্ত বিজয় দান করিবেন। সারারাত্র প্রত্যেকটি মানুষই পতাকা লাভের অপেক্ষায় ছিল, (কারণ ইহা মস্ত বড় সুসংবাদের প্রতীক ছিল) এই আকাঙ্ক্ষা নিয়া সকলেই ভোর বেলায় উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আলী কোথায়? বলা হইল, তিনি চক্ষু-যাতনায় ভুগিতেছেন। (কেহই ভাবিতেছিল না যে, আলী (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।) তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল, রসুল (দঃ) তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে থুথু দিলেন এবং দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, যেন তাঁহার কোন যাতনাই ছিল না। রসুল (দঃ) তাঁহার হস্তে পতাকা অর্পণ করিলেন। তখন আলী (রাঃ) (স্বীয় দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদানার্থে) বলিলেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব, যাবত তাহারা আমাদের ন্যায় মোসলমান হইয়া না যায়। নবী (দঃ) বাধা প্রদান করতঃ বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের কর্তব্য জ্ঞাত করিবে। (তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বর্ণনা সমূহ মূল বোখারীর ৪১৮ নং পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

স্বীকার করতঃ রাষ্ট্রিয় টাক্স আদায়ের প্রস্তাব করিবে, তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইবে।) স্মরণ রাখিবে—তোমার অছিলায় একটি মাত্র ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত প্রদান করিলে উহা তোমার জন্য সর্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা

১৩৪৮। **হাদীছ :**— কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের জেহাদের জন্য বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা ভালবাসিতেন।

ইমামের ও অধিনায়কের আনুগত্য

১৩৪৯। **হাদীছ :**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন বাধ্যতা ও আনুগত্য (সর্বাবস্থায়) অত্যাবশ্যক যাবৎ শরীয়ত বিরোধী আদেশ প্রয়োগ করা না হয়। শরীয়ত বিরোধী আদেশ প্রয়োগ করা হইলে সে স্থলে বাধ্যতা ও আনুগত্য চলিবে না।

১৩৫০। **হাদীছ :**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি এবং আমার উম্মত আমরা দুনিয়াতে সকল নবীর পরে আসিয়াছি, কিন্তু আখেরা ত আমরা সর্বাগ্রে থাকিব।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুগত ও অনুসারী হইবে সে আল্লাহ তায়ালার অনুগত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য-নাফরমান হইবে সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য-নাফরমান গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি অধিনায়কের বাধ্যগত ও অনুগত হইবে সে আমার বাধ্যগত-অনুগত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি অধিনায়কের অবাধ্য নাফরমান হইবে সে আমার অবাধ্য নাফরমান গণ্য হইবে।

ইমাম ও শাসনকর্তা সকলের জন্য ঢাল স্বরূপ হওয়া চাই; তাহার পেছনে থাকিয়া (তথা তাহার সাহায্য সহায়তা লইয়া) যুদ্ধ জেহাদ পরিচালনা করা হইবে এবং রক্ষা-ব্যবস্থা লাভ করা হইবে। শাসনকর্তা যদি খোদা-ভক্তি ও ইনসাফের আদেশাবলী প্রবর্তন করেন তবে তিনি ছওয়াব লাভ করিবেন। আর যদি বিপরীত করেন তবে গোনাহের বোঝা বহন করিবেন।

জেহাদ ও প্রাণ উৎসর্গ করায় দীক্ষা নেওয়া

১৩৫১। **হাদীছ :**— ছালামাতু-বনুল-আক্‌ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোদায়বিয়ার জেহাদের ঘটনায়) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া দীক্ষা

গ্রহণ ও অঙ্গিকার করিলাম, অতঃপর বৃক্ষ ছায়াতলে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। যখন লোকের ভীড় কম হইল তখন হযরত (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি বায়য়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করিবে না? আরজ করিলাম, আমি তাহা করিয়াছি ইয়া রাসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, পুনরায়; সেমতে আমি দ্বিতীয় বার দীক্ষা ও অঙ্গিকার গ্রহণ করিলাম।

তাঁহার শাগের্দ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা তখন কি বিষয়ের অঙ্গিকার করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, (ইসলামের জন্য) জীবন উৎসর্গের অঙ্গিকার।

১৩৫২। হাদীছ:—মোজাশে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার এক ভাতিজাকে সঙ্গে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, হিজরত করার উপর আমাদের দীক্ষা ও অঙ্গিকার গ্রহণ করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা হইতে) হিজরতের আবশ্যকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, তবে কি বিষয়ের উপর আমাদের দীক্ষা বা অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন? নবী (দঃ) বলিলেন, দ্বীন ইসলামে দৃঢ় থাকার উপর এবং জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর।

অধিনায়কের কর্তব্য অধিনস্থদেরকে কোন আদেশ করিতে তাহাদের সামর্থ্যের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে

১৩৫৩। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিল এবং একটি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল; উহার উত্তর আমি তাহাকে কি দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতে ছিলাম না। সে সিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বতঃফুর্ত আমীর বা অধিনায়কের অধীনে জেহাদ করিতে বাহির হইয়াছে। সেই আমীর আমাদিগকে এমন এমন অকাট্য আদেশ করেন যাহা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। (ঐরূপ ক্ষেত্রে কি করা যাইবে?) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাকে আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না। তবে একটি কথা এই যে, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিতাম; নবী (দঃ) আমাদেরকে কোন বিষয়ে শুধু কেবল একবার আদেশ করিলেই আমরা তাহা সম্পন্ন করিতাম।

আর একটি কথা—তোমাদের প্রত্যেকেই মঙ্গলের অধিকারী থাকিবে যাবৎ সে আল্লার ভয়-ভক্তি নিজের মধ্যে বিরাজমান রাখে এবং কোন বিষয় মনে খট্‌কা জন্মিলে তাহা এমন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে তাহাকে খট্‌কা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। অবশ্য অচিরেই ঐ শ্রেণীর লোক দুর্লভ হইয়া আসিবে।

যেই খোদা ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার স্মরণ মতে—জগতের যে যুগ চলিয়া গিয়াছে উহা এবং অবশিষ্ট যুগের তুলনা এরূপ—যেমন, একটি পুকুর যাহার উপরের পরিষ্কার পানি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, বাকি আছে শুধু উহার কর্দমময় ঘোলা পানি।

ব্যাখ্যা ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিগতভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমীরের আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে এই নীতিচ্যুত হওয়া অপরিহার্য্য বোধ হইলে শুধু নিজের বিবেক দ্বারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত কোন ভাল লোকের দ্বারা কার্য্যানির্বাহের পথ বাহির করিতে সচেষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়াছেন যে, ঐ শ্রেণীর লোক অচিরেই দুর্লভ হইয়া আসিবে, অতএব তাহা পাইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ও যত্নবান হইতে হইবে।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার একটি সুন্দর ও সহজ সন্ধান দিয়াছেন—ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিগুলি মানিয়া চলিবে। কোন ক্ষেত্রে কোন নীতি এড়াইয়া যাওয়া অপরিহার্য্য বোধ করিলে সে সম্পর্কে শুধু নিজের বিবেক দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। কারণ, নিজের বেলায় নিজের বিবেক অনেক সময় ফাঁকি দিয়া ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ দেখাইয়া থাকে। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শরীয়তের বিজ্ঞ লোক দ্বারা যাচাই করিবে যে, এই ক্ষেত্রে নীতিচ্যুতি বাস্তবিকই অপরিহার্য্য কি না—এই ফয়সালাটা শুধু নিজ বিবেকে সাব্যস্ত করিবে না।

একত্রে কাজ করিতে নেতার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাইবে না

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ..... لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ

অর্থ—খাঁটি ঈমানদার তাঁহারা যাঁহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং যখন রসুলের সাথে সম্মিলিত কোন কাজে থাকে তখন তাহারা রসুলের অনুমতি না লইয়া কোথাও যায় না।

হযরতের পতাকা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত একটি বড় পতাকা ছিল; যাহার নাম ছিল "ওকাব" উহা কাল রঙ্গের ছিল। জেহাদকালে উহা উড্ডিন হইত। সাধারণতঃ উহার বাহকরূপে কায়স ইবনে সায়াদ (রাঃ) নির্দিষ্ট ছিলেন।

১৩৫৪। হাদীছ ঃ— ছা'লাবাহ (রঃ) ক্বায়স্ ইবনে সায়াদ ছাহাবীর আমল বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হজ্জের সময় (এহরামের পূর্বক্ষণে) চুল আঁচড়াইতেন।

ছা'লাবাহ (রঃ) স্বীয় বর্ণনায় উক্ত ছাহাবীর পরিচায়দানে বলিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পতাকাবাহী ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছোট ছোট ঝাণ্ডাও ছিল ঐ সব সাদা রঙ্গের ছিল। (আছাহ-হুস্ সিয়ার ৫২৭)

রসুলুল্লার প্রতি আল্লার বিশেষ দান

১৩৫৫। হাদীছ:— আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অল্প কথায় বহু তথ্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য আমাকে দান করা হইয়াছে। এক মাসের পথের সুদুর প্রান্তে আমার প্রভাবে ভীতির সঞ্চারণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার সাহায্য করিয়াছেন। একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে বিশ্বের ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আমার হস্তে দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রা:) এই শেষ বাক্যটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ:) ইহজগৎ হইতে বিদায় নিয়াছেন (তাঁহার হস্তে ঐ স্বপ্নের উদ্দেশ্যের বিকাশন হয় নাই; পরবর্তীকালে) তোমরা (মোসলমানগণ) উহার বিকাশ সাধন করিবে।

ব্যাখ্যা: প্রথম বাক্যটি বাস্তব সত্য, রসুলুল্লাহ (দ:)কে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, অতি অল্প শব্দ ও সংক্ষিপ্ত কথায় বহু বহু তথ্য-জ্ঞান প্রকাশ করিতেন। যেমন—১নং হাদীছ "انما الاعمال بالنية" বর্ণিত হইয়াছে; ইহা শব্দের দিক দিয়া কত সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাখ্যা ও তথ্যের দিক দিয়া কত প্রশস্ত। হাদীছ শাস্ত্রে এই ধরনের বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয় বাক্যটির মর্ম প্রথম খণ্ডে ২১৮ নং হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয় বাক্যে যেই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব ধন-ভাণ্ডারের অধিপতি সম্রাটগণের সাম্রাজ্য করতলগত হইবে। রসুলুল্লাহ (দ:) মোসলমানগণকে গঠন করত: ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করিয়া বিদায় নিয়াছেন। হযরতের বিদায় গ্রহণের দ্বারা এই পথে যে সব প্রতিবন্ধক মাথা চারা দিয়া উঠিয়াছিল আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) সেই সবের দমন ও অপসারণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। অত:পর ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফতকাল হইতে ঐ উদ্দেশ্য সাধন আরম্ভ হয়। বিশ্বের সেরা ও বড় সাম্রাজ্যদ্বয়—পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্য মোসলমানদের করতলগত হয়। এই বিষয়টির প্রতিই মূল হাদীছ বর্ণনাকার আবু হোরায়রা (রা:) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইবে না

১৩৫৬। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ:) নিষেধ করিয়াছেন—আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইতে।

জেহাদের সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দেওয়া

১৩৫৭। হাদীছ:—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর অভিযানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভোর বেলা সেই বস্তিতে প্রবেশ করিলেন, তথাকার অধিবাসীরা তখন সবেমাত্র বেলচা-কোদাল ইত্যাদি কাঁধে লইয়া কার্য্যে যাত্রা করিতেছিল। তাহারা মোসলমান সৈন্য দেখামাত্র দ্রুত কিল্লার ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইল। নবী (দ:) তখন স্বীয় হস্তদ্বয়

উত্তোলন করিয়া—"আল্লাহু আকবার" ধ্বনি প্রদান পূর্বক বলিলেন, খয়বর (তথা উহার বর্তমান শক্তি) ধ্বংস হউক; আমরা যেই বস্তিতে প্রবেশ করি সেই বস্তির ভাগ্য-বিপর্য্যয় অনিবার্য্য।

অত্র জেহাদে আমরা গৃহপালিত গাধা হস্তগত করিয়া ছিলাম। পূর্ব রেওয়াজ অনুসারে আমরা খাওবার উদ্দেশ্যে উহা পাকাইতে ছিলাম, হঠাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোষণা জারীকারক এই ঘোষনা জারী করিল যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ডেক সমুহ উল্টাইয়া গোশ্‌ত ফেলিয়া দেওয়া হইল।

পথ চলার একটি বিশেষ আদব

১৩৫৮। হাদীছ:— জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ভ্রমণ অবস্থায় আমরা উচু জায়গায় আরোহণ করিলে "আল্লাহু আকবার" বলিতাম এবং নিচু জায়গায় অবতরনে সোব্‌হানাল্লাহ বলিতাম।

ব্যাখ্যা:—অবস্থাদ্বয়ের উভয় জিক্‌র অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। উর্দ্ধে উঠিয়া আল্লাহু আকবার অর্থাৎ (আমরা যত উর্দ্ধেই গমন করি) আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব উর্দ্ধে। আর নিম্নে আসিলে ছোব্‌হানাল্লাহ—অর্থাৎ (উর্দ্ধের পর নিম্নে পতন আমাদের জন্য অবধারিত। কিন্তু) আল্লাহ পাক-পবিত্র তথা তাঁহার জন্য উর্দ্ধই আছে নিম্ন নাই।

ছফরের দরুণ কোন আমল ছুটিয়া গেলে?

১৩৫৯। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا۔

অর্থ—আবু মুছা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িলে বা ছফরে বাহির হইলে (যদি তাহার এমন কোন আমল ছুটিয়া যায়) যেই আমলের সে অভ্যস্ত ছিল—সুস্থ অবস্থায় ও বাড়ী থাকাবস্থায়; তাহার জন্য রোগ ও ছফর অবস্থায় (উক্ত আমল না করা সত্ত্বেও) ঐ পরিমাণ ছওয়াব লেখা হইবে যেই পরিমাণ ছওয়াব সুস্থ ও বাড়ী থাকা অবস্থায় (উক্ত আমল করার দরুণ) লেখা হইয়া থাকিত।

ছফর হইতে যথা-সত্তর ফিরিয়া আসা

১৩৬০। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছফর অতি কষ্ট-ক্লেশের বস্তু; উহা নিদ্রার প্রতিবন্ধক

হয়, পানাহারের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব প্রত্যেকের উচিৎ—আবশ্যক পুরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গে ফিরিয়া আসা।

জেহাদের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করা

১৩৬১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন কি ? সে বলিল হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহাদের খেদমত ও সেবার আত্মনিয়োগ কর।

কোন পশুর গলায় ঘণ্টা ইত্যাদি লট্‌কাইয়া দেওয়া

১৩৬২। **হাদীছ ঃ**—আবু বশীর আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ছফরে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। সকলেই রাত্রি যাপন-স্থানে অবস্থান রত ছিল। হযরত (দঃ) একজন লোকের মারফত এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিলেন যে, কোন উটের গলায় কোন বস্তু লটকানো রাখিবে না, থাকিলে উহা কাটিয়া ফেলিবে।

বন্দিগণকে কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া

১৩৬৩। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে বন্দিগণের সঙ্গে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ)কেও বন্দীরূপে উপস্থিত করা হইল। তাঁহার গায়ে কাপড় দিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অধিক পরিপুষ্ট ও দীর্ঘকায়া বিশিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহার পরিমাপের কোন জামা পাওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক-সর্দারের জামা তাঁহার পরিমাপের হইল ; সেই জামা-ই তাঁহাকে প্রদান করা হইল। এই ঘটনার প্রতিদান স্বরূপই হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাহার মৃত্যুর পর তাহার কাফনের জন্য স্বীয় জামা প্রদান করিয়াছিলেন, যেন হযরতের উপর তাহার কোন উপকারের বোঝা না থাকে।

মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ

১৩৬৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিস্মিত হন ঐ লোকদের অবস্থায় যাহাদিগকে শিকলে বাঁধিয়া বেহেশতে পৌঁছান হইয়াছে।

অর্থাৎ—মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিল ; অতঃপর মোসলমানদের সাহচর্য্যে ইসলামকে বুঝিতে সক্ষম হইয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্বক বেহেশতের অধিকারী হইয়াছে।

শিশু ও নারী হত্যা করা

১৩৬৫। **হাদীছ ঃ**—ছায়াব ইবনে জাছ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "আবওয়া" অভিযান কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন। কোন

এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল যে, অন্ধকার রাত্রে যখন মোশরেকদের বস্তির উপর আক্রমণ চালান হয়, তখন অনিচ্ছাকৃত অনেক শিশু এবং নারীও নিহত হয়। নবী (দঃ) বলিলেন, (যদিও নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ) তাহারা মোশরেকদেরই দলভুক্ত, (তাই তাহারা অনিচ্ছাকৃত নিহত হইলে গোনাহ্ হইবে না।)

নবী (দঃ)কে ইহাও ঘোষণা দিতে শুনিয়াছি, (স্বীয় মালিকানাভুক্ত জায়গা জমি ভিন্ন পতিত এলাকার) কোন জমি কেহ নিজ আবশ্যকে নির্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিবে না, অবশ্য আল্লাহ এবং আল্লার রসুল (তথা খলীফাতুল-মোছলেমীন জাতীয় প্রয়োজনে) কোন পতিত এলাকাকে নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

১৩৬৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক জেহাদ উপলক্ষে একটি নারী নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতদদৃষ্টে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

অগ্নি-দগ্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া

১৩৬৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে একটি অভিযানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং আমাদিগকে আদেশ করিলেন—এই এই নামের ব্যক্তিদ্বয়কে পাইলে তাহাদিগকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবে। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম, দুই ব্যক্তিকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করার জন্য। কিন্তু অগ্নি দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই (আখেরাতে) শাস্তি প্রদান করিবেন। অন্য কাহারও উহা করা চাই না। সেমতে ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে পাইলে তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিবে।

১৩৬৮। হাদীছ ঃ— একরেমা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক দল লোক (আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এইরূপ ভক্ত সাজিল যে, তাঁহাকে খোদা বলিল। তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে এই কুফুরী আকিদা হইতে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে) আলী (রাঃ) তাহাদিগকে আগুন দ্বারা পোড়াইয়া দিলেন। প্রসিদ্ধ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, আমি হইলে তাহাদিগকে আগুন দ্বারা পোড়াইতাম না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার শাস্তি দ্বারা কাহাকেও শাস্তি দিও না। আমি হইলে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতাম, যেরূপ নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন-ইসলামকে পরিবর্তন করে (তথা ইসলাম-পরিপন্থী আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করে) তাহাকে প্রাণদণ্ড দেও।

১৩৬৯। হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী এক নবীর ঘটনা—তাঁহাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিল, তিনি পিপীলিকার বাসাটি সম্পূর্ণ জ্বালাইতে আদেশ করিলেন এবং উহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া

হইল। সেই নবীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া অহী পাঠাইলেন—একটি মাত্র পিপীলিকা কামড় দেওয়ায় আপনি সৃষ্ট জীবের একটি দলকে জ্বালাইয়া দিলেন যাহারা আল্লার তছবীহ পাঠ করিত?

ঘর-বাড়ী বা বাগ-বাগিচা অগ্নি দগ্ধ করা

১৩৭০। হাদীছ:— জারীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, "জুল-খালাছা" নামক মূর্তি-ঘর সম্পর্কে আমার মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিবে নয় কি? "জুল খালাছা" খাছয়াম গোত্রের একটি মূর্তি-ঘর ছিল যাহাকে তাহারা "ইয়ামানী কা'বা" বলিত।

আমি তৎক্ষণাৎ আহমাস্ গোত্রীয় দেড়শত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাত্রার প্রস্তুতি করিলাম, ঐ গোত্রীয় লোকগণ অশ্বচালনায় অভিজ্ঞ ছিল। আমি হযরতের খেদমতে অভিযোগ করিলাম, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকিতে পারি না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার বুকের উপর হাত রাখিলেন, এমনকি আমার বুকের উপর তাঁহার আঙ্গুল সমূহের রেখাপাত হইল। হযরত (দঃ) আমার জন্য দোয়াও করিলেন, হে আল্লাহ! তাহাকে স্থিরতা দান কর এবং সৎ পথের পথিক ও সৎপথ প্রদর্শনকারী বানাও; ফলে আমি আর কখনও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হই নাই।

অতঃপর জরীর (রাঃ) জুল-খালাছার প্রতি যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া উহা বিধ্বস্ত করতঃ অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন এবং উক্ত শুভ সংবাদ হযরত (দঃ)কে সত্বর পৌঁছাইবার জন্য সঙ্গিদের মধ্য হইতে একজনকে দ্রুত পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ মূর্তি-ঘরকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আহমাস্ গোত্রীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণকে বরকত—উন্নতি ও সাফল্য দান কর; এইরূপে পাঁচ বার দোয়া করিলেন।

১৩৭১। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনার ইহুদী গোত্র বনু-নজীর শান্তিচুক্তি ও মৈত্রি ভঙ্গ করতঃ বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতায় লিপ্ত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইলেন—তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিয়া তাহাদের বাগানের গাছপালা কাটিলেন এবং উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—

ما قطعتم من لينة.....فباذن الله.....

অর্থাৎ—আপনি যে, গাছপালা কাটিয়াছেন তাহা আল্লার আদেশেই করিয়াছেন এবং আল্লাহদ্রোহীদের দমন করার জন্য করিয়াছেন। (২৮ পাঃ ৪ রুঃ)

যুদ্ধ কামনা করা চাই না

১৩৭২। হাদীছ :— ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহ যখন খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে এই বিষয়টিও লেখা ছিল—কোন এক জেহাদের ঘটনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুপক্ষ কাফেরদের অপেক্ষারত ছিলেন। দিনের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষোমান অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর হযরত (দঃ) দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে বলিলেন—

اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ

فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

"হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করিও না, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিরাপত্তা ও শান্তির প্রার্থনা করিতে থাক। অবশ্য শত্রুর মোকাবিলা আরম্ভ হইলে তখন ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (তরবারীকে ভয় করিও না;) জানিয়া রাখিও—তরবারীর ছায়াতলে বেহেশত।" অতঃপর হযরত (দঃ) এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ

اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ○

"হে আল্লাহ! তুমিই কোরআন নাযেল করিয়াছ, (যেই কোরআনে এই শুভ সংবাদ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মোকাবিলায় মোসলমানগণকে সাহায্য দান করিবেন এবং মোসলমানদের হস্তে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন।) তুমিই (এত বড় শক্তিমান যে, পর্বত সমতুল্য) মেঘমালাকে (মুহূর্তের মধ্যে) স্থানান্তরিত করিয়া থাক; শত্রুদল সমূহকে পরাজিত করা তোমারই কাজ। তুমি আমাদের শত্রুকে পরাজিত কর এবং তাহাদের মোকাবিলায় আমাদিগকে সাহায্য কর।

জেহাদে কৌশল অবলম্বন করা

১৩৭৩। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لَا يَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهٗ

وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهٗ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً ○

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই পারস্য সম্রাট ধ্বংস হইবে; অতঃপর আর কেহ পারস্য সম্রাট হইবে না। এবং রোম সম্রাটও অবশ্যই ধ্বংস হইবে; অতঃপর আর কেহ রোম সম্রাট হইবে না। (উভয় সাম্রাজ্য মোসলমানদের করতলগত হইয়া) তাহাদের ধন ভাণ্ডার আল্লার রাস্তায় ব্যয় হইয়া যাইবে। এই বক্তব্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, কৌশলই যুদ্ধের প্রাণ-বস্তু।

জেহাদের তারানা পড়া

১৩৭৪। হাদীছ ঃ— বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি পরিখা খননের মাটি অপসারণ করিতেছিলেন। হযরতের শরীরে (বুকের উপর) অধিক লোম ছিল, তাঁহার বুকের লোম মাটিতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। তিনি কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ○ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ তোমার কৃপা না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না; দান-খয়রাত ও নামায-রোযা ইত্যাদি কিছুই করিতে পারিতাম না।

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ○ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

তুমি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং শত্রুর মোকাবিলা হইলে আমাদিগকে দৃঢ়তা ও পদস্থিতি দান কর।

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ○ اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

শত্রুগণ আমাদের উপর জুলুম করিয়াছে। তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, আমরা কখনও তাহাদের সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইতে দিব না, দিব না—এই বলিয়া তিনি স্বর উচ্চ করিতেন।

জেহাদের সময় আত্মগর্বের উক্তি করা

১৩৭৫। হাদীছ ঃ— বরা ইবনে আজেব (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনাইনের জেহাদে পশ্চাদপদ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পশ্চাদপদ হন নাই। বরং তিনি অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ (রাঃ) হযরতের যানবাহনের লাগামধারী ছিলেন। যখন মোশরেকগণ তাঁহার প্রতি চতুর্দিক হইতে আক্রমণ

চালাইল তখন তিনি (তরবারি লইয়া প্রত্যক্ষ লড়াই করার জন্য) যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং এই বলিতে লাগিলেন—

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ۝ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি সত্য নবী, আমি আরবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনা

১৩৭৬। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বন্দীকে মুক্ত করিয়া আন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং পীড়িতের খোঁজ-খবর লও।

গুপ্তচরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া

১৩৭৭। **হাদীছ ঃ**—ছালামাতু-বনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছফরে ছিলেন। মোশরেকদের একজন গুপ্তচর হযরতের নিকট আসিল এবং ছাহাবীগণের সঙ্গে বসিয়া কিছু সময় সে কথাবার্তা বলিল, অতঃপর সে চলিয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে গুপ্তচর জানিয়া তালাশ করিবার এবং তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে হত্যা করিলাম। তাহার সঙ্গে যে মাল-ছামান পাওয়া গেল হযরত (দঃ) উহা আমাকে প্রদান করিলেন।

অনুগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধ করা

১৩৭৮। **হাদীছ ঃ**—খলীফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে আহত অবস্থায় তাঁহার পরবর্তী খলীফার প্রতি যে সব নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন উহার মধ্যে এই বিষয়টিও ছিল—আমার পরবর্তী খলীফাকে আমি বিশেষ তাগিদের সহিত আদেশ করিয়া যাইতেছি, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিধানমতে যে সব সংখ্যালঘু ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিবে—নাগরিকত্বের বিধানগত সমুদয় সুযোগ-সুবিধা যেন তাহাদেরকে পূর্ণরূপে দেওয়া হয়; তাহাদের জান-মাল ইজ্জত রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যেন যুদ্ধও করা হয়; রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স ধার্য্য করিতে যেন তাহাদের সামর্থকে অতিক্রম করা না হয়।

ইসলামী বিধানে গরীব-পোষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব

১৩৭৯। **হাদীছ ঃ**—আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) বাইতুল মালের পশুপালের জন্য সরকারী রিজার্ভ গোচারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য "হুনায়" নামীয় এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে নিম্নরূপ নির্দেশ দান করিয়াছিলেন—

দেখ! সর্বসাধারণ মোসলমানদের প্রতি সর্বদা সদয়, বিনয়ী, নম্র ও সদাচারী থাকিবে। কাহারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করিয়া তাহার বদদোয়ার ভাগী হইবে না; মজলুমের বদদোয়া আল্লার দরবারে অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে।

আর গরীব দুঃখীদের পশুপাল ও ছাগলপালকে সংরক্ষিত ভূমিতে প্রবেশে বাধা দিবে না। হাঁ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) শ্রেণীর ধনী লোকদের পশুপালকে অবশ্যই বাধা দিবে। এই শ্রেণীর লোকদের পশুপাল যদি ঘাসের অভাবে মরিয়াও যায় তবুও তাহাদের বাগান ও জায়গা-জমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। কিন্তু গরীবদের ছোট-খাট পশুপাল ও ছাগলপাল যদি ঘাস অভাবে মরিয়া যায় তবে তাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাষ্ট্রের দ্বারে আসিবে এবং হে আমীরুল-মোমেনীন, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমাদেরকে সাহায্য করুন—চীৎকার করিবে। তুমি কপাল-পোড়া না হইলে নিশ্চয় উপলব্ধি করিবে, আমি কি তাহাদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়—ঐ অবস্থায় রাষ্ট্রের স্বর্ণ-চান্দি ব্যয় করিয়া তাহাদেরকে আমার সাহায্য করিতেই হইবে। অতএব সংরক্ষিত ভূমির ঘাস-পানি তাহাদের জন্য ব্যয় করা স্বর্ণ-চান্দি ব্যয় অপেক্ষা সহজ।

অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) গোচারণ ভূমি সংরক্ষণের প্রতি লোকদের অভিযোগের উত্তরে বলিলেন, জেহাদের জন্য সদা প্রস্তুত পশুপালগুলির প্রয়োজনে বাধ্য না হইলে আমি এক আঙ্গুল ভূমিও সংরক্ষণ করিতাম না।

সরকার কর্তৃক আদমশুমারী করা

১৩৮০। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় লোককে বলিলেন, তোমরা আমার জন্য সমস্ত মোসলমানের বিবরণ লিখিয়া আনিয়া দাও। সে মতে আমরা পনর শত লোকের বিবরণ লিখিয়া হযরত (দঃ)কে দিলাম। তখন আমাদের মনে বিরাট সাহস জন্মিল যে, আমরা পনর শত; এখন কি আর কোন শক্তিকে আমরা ভয় করি?

(এক সময় মোসলমানদের মনোবল এরূপ ছিল যে, সংখ্যায় পনর শত হইয়াই তাহারা নির্ভিক হইতে পারিয়াছিল।) ধীরে ধীরে মোসলমানদের সেই মনোবল শিথিল হইয়া আসিয়াছে, এমনকি কোন শাসক নামায বিলম্বে পড়ে উহার প্রতিবাদ করিতে ভয় করিয়া অনেকে একাকী উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায় করিয়া নেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—এযিদ হইতে আরম্ভ করিয়া উমাইয়া বংশের অনেক শাসক ইমামতী করিত এবং নামায বিলম্বে পড়াইত। সেই সময় তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনেকেই ভয় পাইত এবং সঠিক সময়ে একা একা গৃহে নামায আদায় করিত।

ইসলামের সেবা-সাহায্য ফাছেক-ফাজের দ্বারাও হয়

অর্থাৎ আল্লার নৈকট্য লাভ ও পরকালীন উন্নতির মূল ও প্রাথমিক অছিলা হইল স্বীয় আত্মশুদ্ধি এবং শরীয়তের পাবন্দির মাধ্যমে জীবন ও চরিত্র গঠন করা। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন-ইসলামের খেদমত ও সেবা করিলে তাহা "সোনায় সোহাগা" গণ্য হইবে। ফাছেক-ফাজের—শরীয়তের পাবন্দ নয় এমন ব্যক্তির দ্বারা দ্বীনের খেদমত হইলে সে এই নেক আমলের ছওয়াব পাইবে বটে—যদি তাহার ঈমান ছহীহ ও শুদ্ধ হয়, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী জীবন-যাপনের দরুণ সে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে যে, সেই ক্ষতির সম্মুখে ঐ একটি নেক আমলের ফলাফল দৃষ্টি গোচরে না-ও আসিতে পারে, তাই আমল এবং আত্মশুদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক।

১৩৮১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক জেহাদে ছিলাম। মোসলেম দলভুক্ত এক ব্যক্তি সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সে দোযখী হইবে। জেহাদ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি অতিশয় তৎপরতার সহিত জেহাদ করিল। সেই জেহাদে সে ভীষণ আহত হইল। (এমনকি অনেকে ধারণা করিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের ধারণা মতে ঐ ব্যক্তি জেহাদে মরিয়াছে, তাই) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এইরূপ উক্তি করা হইল যে, অমুক ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে আপনি উক্তি করিয়াছিলেন, সে দোযখী হইবে—ঐ ব্যক্তি আজ অতিশয় তৎপরতার সহিত জেহাদ করিয়াছিল এবং জেহাদেই সে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। নবী (দঃ) এই সংবাদের উপরও ঐ উক্তিই করিলেন—সে দোযখী।

কোন কোন মানুষের মনে এই বিষয়টি বিশেষ সংশয়ের সৃষ্টি করিল। হঠাৎ এই সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, ভীষণ আহত হইয়া আছে। রাত্রিবেলা সে আঘাতের যন্ত্রণায় ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া আত্মহত্যা করিল। (তখন হযরতের উক্তির বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়া গেল, কারণ আত্মহত্যা মহাপাপ যদ্দরুণ সে দোযখে যাইবে।) নবী (দঃ)কে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করা হইল। হযরত স্বীয় উক্তির বাস্তবতার সংবাদ পাইয়া "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করতঃ বলিলেন, এই ঘটনার দ্বারাও বাস্তবরূপে প্রমাণিত হইল যে, আমি আল্লার বন্দা ও রসুল; অতঃপর বেলাল (রাঃ)কে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ করিলেন—

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ○

"একটি বিশেষ ঘোষণা—ইসলামের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশই করিবে না, একমাত্র ইসলামের অনুসারীই বেহেশতে যাইবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা বদকার মানুষ দ্বারাও দ্বীন-ইসলামের সাহায্য করাইয়া থাকেন।"

ব্যাখ্যা ঃ—একমাত্র ইসলামের অনুসরণের উপরই বেহেশত লাভের ভিত্তি; যে পূর্ণ অনুসারী হইবে সে পূর্ণ মাত্রায় তথা প্রথম হইতেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যে ইসলামের গণ্ডির ভিতর হইবে, কিন্তু উহার অনুসরণে ত্রুটিযুক্ত হইবে তাহার বেহেশতে প্রবেশও বিলম্বে হইতে পারে—যদি সেই ত্রুটি ও গোনাহ মাফ না হয়, তবে ঐ গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইসলাম ব্যতিরেকে কস্মিনকালেও বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ লাভ হইবে না—ইহাই হইল উক্ত ঘোষণার মূল।

মোসলমানের কোন সম্পদ কাফেরদের কবলিত হওয়ার পর মোসলমানগণ পুনঃ ঐ বস্তু হস্তগত করিলে পূর্ববর্তী মোসলমান মালিক উহার অধিকারী হইবে

১৩৮২। হাদীছ ঃ—নাফে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ক্রীতদাস পলাইয়া রোম দেশে চলিয়া গেল। অতঃপর খালেদ ইবনে অলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচালনায় রোম দেশ মোসলমানদের জয় হইল। খালেদ (রাঃ) সেই ক্রীতদাসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যার্পণ করিলেন। আরও একটি ঘটনা—

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়া রোম দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ ঘোড়াটি মোসলমানগণের অধিকারে আসিল। তখন ঐ ঘোড়াটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যার্পণ করা হইল।

গণিমতের মালে খেয়ানত করা

শরীয়তের বিধান মতে জেহাদে বিজিত ধন-সম্পদকে গণিমতের মাল বলা হয়। এই মালের ভাগ-বন্টন সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত রহিয়াছে। সেই বিধান ছাড়া উক্ত মাল ভোগ করা বা কুক্ষিগত করাকেই এস্থলে খেয়ানত বলা হইয়াছে—যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সতর্কবাণী রহিয়াছে—

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"যে ব্যক্তি গণিমতের মালে খেয়ানত করিবে কেয়ামতের দিন সে ঐ মাল বহন করিয়া হাশরের মাঠে আসিবে।"

১৩৮৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণদানে আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। নবী (দঃ) গণিমতের মালে খেয়ানত করার উল্লেখ করিয়া উহার পরিণতি ও শাস্তি ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হইবে বলিলেন।

নবী (দঃ) বলিলেন, কেয়ামতের দিন যেন কেহ আমার সম্মুখে এই অবস্থায় না আসে যে, তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী ছাগল থাকে বা ঘোড়া থাকে; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন। আমি তখন বলিব, তোমার সাহায্য কিছুই আমি করিতে পারিব না; আমি ত শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী উট থাকে; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন। আমি বলিব, তোমার কোন সাহায্য করিতে পারিব না; আমি শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে ধনের বোঝা থাকে; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন। আমি বলিব, তোমার কোন সাহায্য আমি করিতে পারিব না; আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে উড্ডিয়মান কাপড় থাকে; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন; আমি বলিব তোমার সাহায্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। আমি ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম।

গণিমতের মালে অল্প খেয়ানতেরও পরিণাম ভয়াবহ

১৩৮৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছফর অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাল-ছামান, আসবাব-পত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন লোক নির্দ্ধারিত ছিল; তাহার নাম ছিল "কারকারাহ"। তাহার মৃত্যু হইল: রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সে দোযখে যাইবে। লোকেরা খোঁজ করিয়া জানিতে পারিল, সে গণিমতের মাল হইতে একটি জুব্বা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

কোন দেশ ইসলামী শাসনে আসিয়া গেলে তথা হইতে হিজরত করার ফজিলত নাই

১৩৮৫। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) মক্কা জয় করিলে পর তথা হইতে হিজরত করার প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল।

মোজাহেদগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা

১৩৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, আমি এবং আপনি ও ইবনে আব্বাস—আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (এক জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে) অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলাম? আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন, তাহা স্মরণ আছে এবং ইহাও স্মরণ আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লাম তখন আমাকে ও ইবনে আব্বাসকে স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া আনিলেন, আপনাকে আরোহণ করান নাই।

১৩৮৭। হাদীছ ঃ— ছায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তবুকের জেহাদ হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যাবর্তনে আমরা হযরতের অভ্যর্থনায় মদীনা শহরের বাহিরে "ছানিয়াতুল-ওয়াদা" স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম।

ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনে এই দোয়া পড়িবে

১৩৮৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আবু তাল্‌হা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক জেহাদ হইতে প্রত্যার্তন করিলাছিলাম। হযরতের সঙ্গে একই যানবাহনের উপর উম্মুল-মামেনীন ছফিয়া (রাঃ) ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ যানবাহন হোঁচট খাওয়ায় রসুল (দঃ) এবং উম্মুল-মোমেনীন যানবাহন হইতে পতিত হইয়া গেলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) দৌড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ। আপনি কোন আঘাত পাইয়াছেন কি? নবী (দঃ) বলিলেন, না। অবশ্য মহিলাটির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর। তৎক্ষণাৎ আবু তাল্‌হা (রাঃ) একটি চাদর স্বীয় চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া উম্মুল-মোমেনীনের প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং ঐ চাদরটিই উম্মুল-মোমেনীনের উপর ফেলিয়া দিলেন; তিনি ঐ চাদরে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নবী (দঃ) ও উম্মুল-মোমেনীন উভয়ের জন্য পুনরায় যানবাহনের উপর আসন তৈরী করা হইল এবং তাঁহারা আরোহণ করিলেন। অতঃপর সকলেই যাত্রা করিল, মদীনার নিকটবর্তী হইলে পর নবী (দঃ) এই দোয়া পড়া আরম্ভ করিলেন—

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"আমরা (বাহ্যিক) প্রত্যাবর্তন করিলাম, (আধ্যাত্মিক তথা সমস্ত গোনাহ হইতেও) তওবা (তথা আল্লার প্রতি প্রত্যাবর্তন) করিলাম, আল্লার গোলামী অবলম্বন করিলাম, স্বীয় পালনকর্তার শোকর ও প্রশংসা মুখর হইলাম।

ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নামায পড়া

১৩৮৯। হাদীছ ঃ— জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ছফরে ছিলাম। ছফর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত (নফল) নামায পড়।

১৩৯০। হাদীছ ঃ— কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় স্বাভাবিক রীতি অনুসারে) দিনের প্রথম ভাগে ছফর হইতে মদীনায় পৌঁছিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িলেন।

বিদেশ হইতে নিজ বাড়ী প্রত্যাবর্তনে সাক্ষাৎকারীদের আদর-আপ্যায়ণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বাড়ী থাকিলে বেশী পরিমাণে রোযা রাখিতেন, কিন্তু বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনে সাক্ষাৎকারীদের সৌজন্যে খাওয়া-দাওয়ায় নিজেও শরীক হওয়ার জন্য কতেক দিন রোযা বিহিন থাকিতেন।

১৩৯১। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন. একবার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর হইতে বাড়ী আসিয়া একটি উট বা গরু জবেহ করিয়াছিলেন।

জেহাদে হস্তগত ধন সম্পদ

জেহাদে যে সব অস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহাকে গণিমতের মাল বলা হয়। গণিমতের মাল পাঁচ ভাগের চার ভাগ জেহাদে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হয়। বাকি পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল—জাতীয় ধন ভাণ্ডার মারফৎ এতীম, মিছকীন ও অসহায় পথিকদিগকে দান করিতে হয়। কোরআন শরীফে এই সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে—

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ.....

"তোমরা জানিয়া রাখ, যাহা কিছু ধন-সম্পদ তোমরা গণিমতরূপে হাসিল করিবে উহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লার রসুল, রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধরগণের জন্য এবং এতীম, মিছকীন ও অসহায় পথিকগণের জন্য। (এই সম্পর্কে তোমরা কোন অন্যমনস্ক ভাব পোষণ করিও না) যদি তোমরা (বাস্তবিকরূপে) আল্লার উপর ঈমান আনিয়া থাক।"

ব্যাখ্যা ঃ— উল্লিখিত আয়াতের বিশ্লেষণে ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত দান করিয়াছেন যে, এস্থলে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উল্লেখ শুধু এই সূত্রে যে, এই পঞ্চমাংশের ভাগ-বন্টন আল্লাহ তথা আল্লার রসুলের ইচ্ছাধীন থাকিবে, জেহাদে অংশগ্রহণকারী বা অন্য কাহারও অধিকার এইক্ষেত্রে থাকিবে না।

এতদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণী তথা "রসুলুল্লার বংশধর" সে সম্পর্কে আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, ঐ বংশধরগণ যদি দরিদ্র হন তবেই পাইবেন, এই সূত্রে বংশধরগণ কোন ভিন্ন শ্রেণী থাকিলেন না—এতীম মিছকীনের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন। ঐ বংশধরগণের উল্লেখ শুধু এই সূত্রে হইয়াছে যে, এই রকমে ধন বন্টনে রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীনকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করা হইবে এবং এই অগ্রাধিকারের কারণ এই যে, রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীনগণ যাকাৎ ফেৎরা ইত্যাদি শ্রেণীর মাল গ্রহণ করিতে পারেন না, তাই তাঁহাদিগকে আলোচ্য শ্রেণীর মধ্যে অগ্রাধিকার দান করা হইয়াছে।

এতদ্দৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, গণিমতের পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল মারফৎ তিন প্রকার লোকের মধ্যে বন্টিত হইবে, (১) এতীম (যাহারা সাধারণত অসহায়ই হইয়া থাকে) (২) মিছকীন (৩) অসহায় পথিক। অবশ্য রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীন অগ্রগণ্য হইবেন।

১৩৯২। হাদীছ :-- عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلَا اَمْنَعُكُمْ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ ○

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কাহাকেও দেওয়া, কাহাকেও না দেওয়া বস্তুতঃ আমার ইচ্ছাধীনে হয় না ; আমি শুধুমাত্র বন্টনকারী—যেই যেই স্থানে আমি দেওয়ার আদিষ্ট হই একমাত্র সেই সেই স্থানেই দিয়া থাকি।

১৩৯৩। হাদীছ :— عن خولة رضى الله تعالى عنها قالت

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ○

অর্থ—খাওলা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লার মাল তথা জাতীয় ধন-ভাণ্ডার যাহা একমাত্র আল্লার আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে বন্টিত হইবে, সেই মালের মধ্যে স্বৈরাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করে তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিন নরক বা জাহান্নাম অবধারিত।

১৩৯৪। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—পূর্ববর্তী কোন একজন নবী জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে যাইতে পরিবে না—(১) যে ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়াছে, এখনও স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হয় নাই, (২) যে ব্যক্তি নূতন ঘর তৈরী করিয়াছে, এখনও উহার ছাদের কাজ শেষ হয় নাই, (৩) যে ব্যক্তি বকরি, উট, গাভী ইত্যাদি কোন গাভীন পশু ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই উহার প্রসবের আশা করিতেছে, এখনও প্রসব হয় নাই।

সেই নবী জেহাদে যাত্রা করিলেন, যখন উদ্দেশ্যস্থল বস্তির নিকটবর্তী হইলেন, তখন আছরের নামাযের সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। (সেই যমানার শরীয়তে সূর্য্যাস্তের পর

জেহাদ-যুদ্ধ পরিচালনা না-জায়েয ছিল, তাই তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন; (সময় অল্প তদুপরি ফরজ নামাযও উপস্থিত।) অতএব তিনি সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমিও (নিজ দায়িত্ব পালনে আল্লার) আদিষ্ট এবং আমিও (নিজ উদ্দেশ্য সাধনে আল্লার) আদিষ্ট; এই বলিয়া তিনি আল্লার দরবারে দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ আমাদের জন্য সূর্য্যের গতি থামাইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যের গতি থামিয়া গেল, ইত্যবসরে তিনি ঐ বস্তি জয় করিয়া নিলেন।

অনেক অনেক গণীমতের মাল একত্রিত করা হইল, (সেই যমানায় গণীমতের মাল ভোগ করা নিষিদ্ধ ছিল। সম্পূর্ণ গণীমতের মাল একত্রিত করা হইত অতঃপর আকাশের দিক হইতে অগ্নি আসিত, যেই জেহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইত সেই জেহাদের গণীমতের মালকে ঐ অগ্নি ভস্মীভূত করিয়া দিত; উক্ত রেওয়াজ অনুযায়ী ঐ নবী সেই জেহাদের সমুদয় গণীমতের মাল একত্রিত করিলেন।) আকাশের দিক হইতে অগ্নি আসিল বটে, কিন্তু ঐ মাল সম্পদসমূহকে স্পর্শ করিল না। তখন আল্লার নবী বলিলেন, নিশ্চয় গণীমতের মালের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাৎ করা হইয়াছে (যদ্দরুন অগ্নি ইহাকে স্পর্শ করিতেছে না। অতঃপর তিনি আত্মসাৎকারীর খোঁজ পাওয়ার তদবীর করিলেন—) তিনি সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের এক একজন লোক আমার হাতে দীক্ষা গ্রহণ কর। সেইরূপ করা হইলে একটি লোকের হাত নবীর হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। নবী বলিলেন, তোমার গোত্রের মধ্যেই কোন লোক গণীমতের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে; সেই গোত্রের সকলকে ঐরূপে হাতে হাত দেওয়ার আদেশ করা হইল। তাহাদের দুই তিন জন লোকের হাত নবীর হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। এইরূপে তাহারা ধরা পড়িল এবং গাভীর মাথার ন্যায় একটি স্বর্ণ-খণ্ড যাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। যখন উহাকে স্তূপীকৃত গণীমতের মালের সঙ্গে রাখা হইল, তখন অগ্নি আসিয়া ঐ মাল ভস্ম করিল।

(রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) অতঃপর আমাদের শরীয়তে আমাদের বৈশিষ্ট্য রূপে গণীমতের মাল ভোগ করা জায়েয করা হইয়াছে। (অবশ্য শরীয়তের বিধানের বরখেলাফ উহাকে আত্মসাৎ করা হারাম।)

জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ধন-দৌলতে উন্নতি

১৩৯৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা যোবায়ের (রাঃ) জামালের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াকালে আমাকে ডাকিলেন; আমি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস! অদ্যকার যুদ্ধের নিহতগণ জালেম বা মজলুম হইবে।

(অর্থাৎ যদিও উভয় দল মোসলমান এবং প্রত্যেক দলই ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে নয়, বরং হককে প্রাবল্যদানের ভিত্তিতে মতবিরোধে লিপ্ত হইয়া সংঘর্ষে অবতরণ করিয়াছে।

সেই সূত্রে উভয়ের নিয়্যত শুদ্ধ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এক দলের বুঝ ভুল হওয়ায় সেই দল অন্যায় পথে এবং অপর পক্ষ ন্যায়ের পথে হইবে। অবশ্য উভয় পক্ষের যোগ্য নেতৃবৃন্দ ছাহাবীগণ প্রত্যেকেই নিজকে হকের উপর গণ্য করিয়াছেন; আর বিরোধীয় বিষয়টি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণে পূর্ণ সাব্যস্ত নহে; উভয় পক্ষেরই দলীল প্রমাণ আছে। তাই যেই পক্ষ বাস্তব ন্যায়ের বিপক্ষে তাঁহারাও ক্ষমার্হ পরিগণিত।) আমার ধারণা অদ্য আমি মজলুম অবস্থায় নিহত হইব।

আমার সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হইতেছে আমার ঋণ। তোমার কি ধারণা হয়, আমার ঋণ আমার সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট রাখিবে? হে বৎস! তুমি আমার ঋণ পরিশোধে আমার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দিও। যদি ঋণ পরিশোধান্তে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অবশিষ্টের তৃতীয়াংশের অছিয়ত করিতেছি এবং সেই তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য অছিয়ত করিতেছি। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের কোন কোন পুত্র যোবায়েরের কোন কোন পুত্রের সমবয়স্ক ছিল। (অর্থাৎ পৌত্রগণ সাংসারিক জীবনের পর্য্যায়ে ছিল; তাই সাহায্য স্বরূপ পৌত্রগণের পক্ষে তিনি অছিয়ত করিলেন। যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তখন নয় পুত্র নয় কন্যা ছিল।)

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা বার বার আমাকে তাঁহার ঋণ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছিলেন এবং তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, হে বৎস! যদি তুমি অসাধ্য বোধ কর তবে আমার মাওলা—সাহায্যকারীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও। তিনি সাহায্যকারীর কথা বলিতেছিলেন; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান! "সাহায্যকারী" বলিয়া আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা আমার পিতা যোবায়েরের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহার ঋণ সম্পর্কে কোন জটিলতার সম্মুখীন হইলেই আমি দোয়া করিয়াছি, হে যোবায়েরের মাওলা! যোবায়েরের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দাও; এই দোয়া করিলেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইয়া যাইত।

এই সমস্ত কথা-বার্তার পর যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ধারণাই বাস্তবায়িত হইল; তিনি ঐ দিনই শহীদ হইলেন। তিনি কোন নগদ টাকা পয়সা রাখিয়া যান নাই, তিনি কতিপয় স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন—মদীনার নিকটবর্তী "গাবা" নামক এলাকা, মদীনা শহরে এগারখানা বাড়ী, বসরা শহরে দুইটি বাড়ী, কুফা শহরে একটি বাড়ী এবং মিশর শহরে একটি বাড়ী।

তাঁহার ঋণ এই ধরণের ছিল যে, মানুষ তাঁহার নিকট টাকা-পয়সা আমানত রাখিবার জন্য উপস্থিত করিত; আমানতরূপে রাখিলে উহা নগদরূপেই থাকিয়া যাইবে যাহা নষ্ট

হওয়ার আশঙ্কা অধিক ; অতএব তিনি ঐরূপ লোকদেরকে বলিতেন, করজ ও ঋণস্বরূপ রাখিতে পার (আমি উহাকে এমন কোন স্থানে লাগাইয়া দিব যাহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম।)

আমার পিতা কোন সময় শাসনক্ষমতা লাভ বা তহশীলদারী ইত্যাদি কোন চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন না। অবশ্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং খলীফা আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিতেন।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, পিতার বিয়োগান্তে আমি তাঁহার ঋণ সমূহের হিসাব করিলাম। সর্বমোট ঋণ ছিল ২২,০০০০০ দেরহাম—(রৌপ্যমুদ্রা)।

হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই যোবায়েরের উপর ঋণ কি পরিমাণ আছে ? আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন সত্য গোপন করিয়া বলিলেন, এক লক্ষ। ঐ ছাহাবী বলিলেন, আমার মনে হয় না, তোমাদের সম্পত্তি এত ঋণ পরিশোধ করার পরিমাণ হইবে। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) মূল সত্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঋণ যদি বাইশ লক্ষ হয় তবে কি হইবে ? ঐ ছাহাবী বলিলেন, তোমরা এই ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয় না ; যদি অপারগ হইয়া পড় তবে আমার সহায়তা গ্রহণ করিও।

যোবায়ের (রাঃ) "গাবা" এলাকাটি এক লক্ষ সত্তর হাজারে ক্রয় করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে ষোল খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রতি খণ্ড বাজার দর হিসাবে এক লক্ষ নির্দ্ধারিত করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন—যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট কাহারও প্রাপ্য থাকিলে সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) উপস্থিত হইলেন, তাঁহার প্রাপ্য চার লক্ষ ছিল ; তিনি যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্রকে বলিলেন, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে আমার সমুদয় প্রাপ্য আমি ছাড়িয়া দিতে পারি। যোবায়ের—পুত্র তাহা অস্বীকার বলিলেন ; তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমার টাকার পরিবর্তে আমাকে এই "গাবা" এলাকার কিছু জমি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁহাকে এক টুকরা জমি দিলেন। এইরূপে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পত্তি বিক্রয়ে তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল ; কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে চার ও অর্দ্ধখণ্ড "গাবা" এলাকার জমি—উহাও এক লক্ষ হারে বিক্রি হইল।

এইরূপে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বীয় পিতার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং সম্পত্তি আরও অবশিষ্ট রহিল, তখন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্টনের দাবী জানাইল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, এই মুহূর্তে আমি উহা বন্টন করিব না, যাবৎ আমি চার বৎসর পর্য্যন্ত হজ্জের মৌসুমে সকলের সম্মুখে এই ঘোষণা জারী না করি যে, যোবায়েরের নিকট কাহারও কোন প্রাপ্য থাকিলে আমার নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লউন। তাহাই করা হইল—প্রতি বৎসর ঐরূপ ঘোষণা

দেওয়া হইত, এইরূপে চার বৎসর ঘোষণা দেওয়া হইল। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করা হইল। যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অছিয়্যতানুসারে অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ ভিন্ন রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টন করা হইল। তাঁহার চার স্ত্রী ছিল, প্রত্যেকে (দুই পয়সা অংশে) বার লক্ষ পাইলেন।

(যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পত্তির মূল্যমান ছিল ৫০২ লক্ষ তথা ৫,০২০০০০০। তাঁহার মৃত্যুর পর বাজার দর হিসাবে উহার মূল্য দাঁড়াইল ৫৯৮ লক্ষ তথা ৫,৯৮০০০০০। তন্মধ্যে ২২ লক্ষ ঋণ পরিশোধ হইয়া ৫৭৬ লক্ষ অবশিষ্ট থাকে, উহার এক তৃতীয়াংশ ১৯২ লক্ষ অছিয়্যতে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৩৮৪ লক্ষ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন হইয়া স্ত্রীর দুই আনা অংশ চার স্ত্রীর মধ্যে ভাগ হয়; প্রত্যেক স্ত্রী দুই পয়সা অংশে ১২ লক্ষ পায়।)

ব্যাখ্যা ঃ—জেহাদের অছিলায় জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরও জাগতিক ধন-সম্পদের মধ্যেও যে বরকত ও উন্নতি হয় আলোচ্য ঘটনার দ্বারা তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় রিক্ত হস্তেই মদীনায় আসিয়াছিলেন, জীবনে কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। শুধু জেহাদের অছিলায় যে সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন উহার মূল্যামান ছিল ৫০২ লক্ষ; তাঁহার মৃত্যুর পর উহার মূল্য আরও ৯৬ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। উল্লেখিত হিসাব দেরহাম তথা সিকি পরিমিত রৌপ্য মুদ্রায় ছিল।

গণিমতের পঞ্চমাংশ হইতে কোন মোজাহেদকে অতিরিক্ত প্রদান করা বা কোন অতিরিক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা

১৩৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "নজদ" এলাকার প্রতি একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলেন, যাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। সেই বাহিনী জয়লাভ করতঃ বহু উট গণিমতরূপে লাভ করিল। তাহাদের মধ্যে গণিমতের মাল বণ্টনে প্রত্যেকের অংশে বারটি উট আসিল। নবী (দঃ) বাইতুল-মালের অংশ হইতে প্রত্যেককে আরও এক একটি উট অতিরিক্ত দিলেন।

১৩৯৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথাও সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত করা কালীন অনেক সময় পথিমধ্যে হইতে কোন ছোট-খাট এলাকার প্রতি মূল বাহিনীর এক অংশকে প্রেরণ করিয়া থাকিতেন। (তাহাদের হাসিলকৃত গণিমতের মালসমূহে মূল বাহিনীর সকলের সমান অধিকার থাকাই শরীয়তের বিধান। অবশ্য) তাহাদিগকে নবী (দঃ) কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত দিয়া থাকিতেন।

১৩৯৮। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ইয়ামনে থাকিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মক্কা পরিত্যাগ পূর্বক মদীনায় পৌঁছিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। তখন আমরাও স্বীয় দেশ ইয়ামন ত্যাগ করতঃ হযরতের প্রতি যাত্রা করিলাম ; আমরা তিনজন ছিলাম—আমি এবং আমার বড় দুই ভ্রাতা, একজনের নাম আবু বোরদাহ্ (রাঃ) অপর জনের নাম আবু রোহ্‌ম্ (রাঃ)। আমাদের সঙ্গে আমাদের গোত্রীয় তিপ্পান্ন জন লোক ছিলেন। আমরা সকলেই একটি সামুদ্রিক নৌকাযোগে যাত্রা করিলাম। (ঝঞ্ঝাবাত্যার বেগে) নৌকা আমাদিগকে আবিসিনিয়ায় লইয়া গেল। তথায় জা'ফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। (তাঁহারা সকলেই মক্কাবাসীদের অসহনীয় অত্যাচারের দরুণ পূর্বেই তথায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন।) জা'ফর (রাঃ) আমাদেরে বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে এই দেশে পাঠাইয়াছেন এবং এই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। আপনারাও এখানেই অবস্থান করুন। আমরা তথায় অবস্থান করিলাম। অতঃপর আমরা সকলে (সুযোগ প্রাপ্তে) তথা হইতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন নবী (দঃ) সবেমাত্র খয়বরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। নবী (দঃ) ঐ যুদ্ধের গণিমতের মাল হইতে আমাদিগকেও কিছু অংশ প্রদান করিলেন। জাফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এবং আমাদের নৌকারোহী লোকগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও খয়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ব্যতিরেকে ঐ গণিমতের অংশ প্রদান করেন নাই।

আমরা নৌকারোহী দল সম্পর্কে কোন কোন লোক এইরূপ উক্তি করিত যে, হিজরত করার সৌভাগ্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। একদা আমাদের দলীয় আসমা-বিনতে-উমাইস নাম্নি রমণী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবি—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা—হাফছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনিও আবিসিনিয়ার হিজরতকারীগণের একজন ছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন। "আসমা" সম্পর্কে ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রমণীটি কে? তিনি বলিলেন, আসমা বিন্‌তে উমাইস। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে সমুদ্র পথে সদ্যাগত দলীয় রমণী আসমা তুমি? আসমা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। ওমর (রাঃ) (কৌতুক করিয়া) বলিলেন, হিজরতের সৌভাগ্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী ; আমরা মদীনায় তোমাদের পূর্বে পৌঁছিয়াছি। তাই আমরা তোমাদের অপেক্ষা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক (নৈকট্য লাভের) অধিকারী।

এই উক্তিতে আসমা (রাঃ) রাগান্বিত হইলেন এবং প্রতিবাদে বলিলেন, কখনও নহে—আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি। আপনারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুশীলতা ছায়াতলে রহিয়াছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তকে খাদ্য যোগাইয়াছেন, অজ্ঞকে

শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা ছিলাম দূরদেশে শত্রুর দেশে, অশান্তির দেশে—আবিসিনিয়ায়; আমাদিগকে কত কষ্ট দেওয়া হইত! কত ভয় দেখান হইত! এই সব দুঃখ-যাতনা কষ্ট-ক্লেশ সহিয়া যাওয়া একমাত্র আল্লাহ ও আল্লার রসুলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। আমি শপথ করিতেছি, কোন পানাহার গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনার এই উক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিয়া এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করি। অবশ্য আমি শপথ করিতেছি, আপনার উক্তিকে অতিরঞ্জিত করিব না।

অতঃপর যখন নবী (দঃ) তশরীফ আনিলেন তখন আসমা (রাঃ) হযরতের নিকট ওমরের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উত্তর করিয়াছ? আসমা স্বীয় উত্তরও ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী নয়; তাহাদের ত শুধু একটি হিজরত হইয়াছে (—স্বীয় দেশ মক্কা হইতে মদীনায়।) কিন্তু তোমরা নৌকারোহী দল—তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (—স্বদেশ ইয়ামন হইতে আবিসিনিয়ায় এবং তথা হইতে মদীনায়।)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নৌকারোহী দলের আবু মুছা (রাঃ) এবং অন্যান্য লোকগণ দলে দলে আমার নিকট আসিয়া (তাহাদের জন্য সুসংবাদের) এই হাদীছ শুনিত। দুনিয়ার কোন বস্তুই তাহাদের নিকট এই হাদীছ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও সন্তুষ্টি-বাহক ছিল না। আসমা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট হইতে আবু মুছা (রাঃ) এই হাদীছ পুনঃ পুনঃ শুনিতেন।

আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের দলীয় লোকদের প্রশংসায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন, আমি আশ্‌য়ার গোত্রীয় দলের লোকদের কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করিতে পারি—যখন তাহারা গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং তাহাদের বাসস্থান না দেখিয়াও তাহাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা উহার পরিচয় লাভ করিয়া থাকি।

জেহাদে নিহত শত্রুর ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহ হত্যাকারী পাইবে—ঘোষণা দেওয়া হইলে?

১৩৯৯। **হাদীছ ঃ**—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হোনাইনের জেহাদে যাত্রা করিলাম। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন প্রথম দিকে মোসলমান দলের পক্ষে পশ্চাদপসারণের ন্যায় দৃশ্য দেখা গেল। ঐ সময় আমি দেখিতে পাইলাম, একজন মোসলমান ব্যক্তিকে একজন মোশরেক কাবু করিয়া ফেলিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ মোশরেকের পেছন দিক হইতে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত করিলাম। তখন সে ঐ মোসলমান ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং এমন ভীষণভাবে চাপ দিল যে, আমি মৃত্যুভাব অনুভব করিলাম, কিন্তু তাহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল এবং সে আমাকে ছাড়িয়া দিল।

সেই জেহাদে প্রথম অবস্থায় মোসলমান পক্ষে যে, পরাজয়ের দৃশ্য দেখা গেল সে সম্পর্কে আমি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোক সকল এইরূপ করিল কেন? তিনি বলিলেন, আল্লার তরফ হইতে অদৃষ্টে ইহাই ছিল। অতঃপর পশ্চাদপসরণকারী মোসলমানগণই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রবলবেগে আক্রমণ চালাইল (এবং মোসলমানদের জয় হইল। জেহাদ সমাপ্তে রসুলুল্লাহ (দঃ) এক স্থানে বসিয়া ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করিয়াছে এবং সে সম্পর্কে প্রমাণ দিতে সক্ষম হইবে তাহাকে সেই নিহত ব্যক্তির ব্যবহার্য্য উপস্থিত সমুদয় সম্পদ দান করা হইবে। তখন আমি যে, ঐ কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলাম সেই সম্পর্কে দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমার কার্য্যের উপর কেহ সাক্ষী আছেন কি? এই বলিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম এবং এইরূপে আমি তিনবার দাঁড়াইলাম। তৃতীয়বার নবী (দঃ) আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলাম, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তাঁহার দাবী সত্য, ঐ কাফেরকে তিনি হত্যা করিয়াছেন, এবং নিহত কাফেরের সম্পদসমূহ আমার নিকট আছে। নবী (দঃ)কে অনুরোধ জ্ঞাপন পূর্বক বলিল, আপনি তাঁহাকে সম্মত করাইয়া দেন যেন উহা আমারই থাকে।

আবু বকর (রাঃ) বিরোধিতা করিয়া বলিলেন, হত্যাকারীকে প্রদান করাই কর্তব্য, নতুবা বীর পুরুষগণের উৎসাহ বর্দ্ধন উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকরের উক্তি সমর্থন করিয়া ঐ সম্পদ আমাকেই প্রদান করিলেন। উহা এত মূল্যবান ছিল যে, একমাত্র লৌহ-বর্মটি বিক্রি করিয়া আমি একটি বাগান ক্রয় করিয়াছি এবং মোসলমান হওয়ার পর উহাই আমার সর্বপ্রথম সম্পত্তি।

১৪০০। **হাদীছ ঃ**— আমর ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (জেহাদে অধিকৃত কিছু) ধন-সম্পদ উপস্থিত করা হইল, তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে উহা বণ্টন করিয়া দিলেন। যাহাদিগকে দেওয়া হইল না তাহারা মনক্ষুণ্ণ হইল। তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি কোন কোন সময় এক দল লোককে দান করিয়া থাকি তাহাদের পদস্খলনের আশঙ্কা করিয়া এবং কোন এক দল লোককে দান করি না—আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত তাহাদের অন্তরে দৃঢ় ঈমান ও নিষ্কামনতার উপর নির্ভর করিয়া। এইরূপ লোকদের মধ্যে আমর ইবনে তাগলেব অন্যতম। আমর ইবনে তাগলেব (রাঃ) ইহা শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি বলিতেন— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তির বিনিময়ে যে কোন মূল্যের সম্পদ আমার হাসিল হইলে আমি তাহাতে এইরূপ সন্তুষ্ট হইতাম না।

১৪০১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি (জেহাদে অধিকৃত ধন-সম্পদের বাইতুল-মালের অংশ হইতে অন্যান্যদের তুলনায়) কোরায়েশগণকে অধিক দিয়া থাকি। তখন

আমার উদ্দেশ্য হয় তাহাদের মন রক্ষা করা, কারণ তাহারা সবেমাত্র অন্ধকার যুগ হইতে ইসলামের আলোতে আসিয়াছে। (এখনও তাহারা ইসলামের পূর্ণ অনুভূতি হাসিল করিতে পারে নাই।)

১৪০২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের জেহাদে বহু ধন-সম্পদ মোসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, উহা হইতে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের অংশ যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিলেন তখন তিনি কোরায়েশ বংশীয় কোন কোন লোককে এক একশত উট দান করিলেন। এতদসম্পর্কে (ইসলামে নবাগত সরল প্রকৃতির) কোন কোন মদীনাবাসী লোক এইরূপ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরায়েশগণকে যেই পরিমাণ দান করিয়াছেন আমাদিগকে সেই পরিমাণ দান করিতেছেন না, অথচ আমরা ইসলামের জন্য অধিক জেহাদ করিয়াছি, এমনকি এখনও ইসলাম-দ্রোহীদের তাজা রক্ত আমাদের তরবারী হইতে ঝরিতেছে; আল্লাহ তাঁহাকে মার্জনা করুন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরে এইসব কথা-বার্তার সংবাদ দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে ডাকাইয়া একটি তাঁবুতে একত্রিত করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না। তাঁহারা একত্রিত হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এইসব কি কথা-বার্তা যাহা তোমাদের সম্পর্কে আমি শুনিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে সুবুদ্ধি রাখেন এইরূপ ব্যক্তিগণ আরজ করিলেন, আমাদের মধ্যে যাহারা বুঝমান তাঁহারা কিছুই বলেন নাই; অবশ্য আমাদের মধ্যে কতিপয় ছেলে বয়সের লোক এই এই কথা বলিয়াছে। তখন রসুল (দঃ) তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি এমন লোকদিগকে বিশেষরূপে দান করি যাহারা সবেমাত্র কুফুরী ত্যাগ করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছে (অর্থাৎ এখনও তাহাদের ইসলাম পূর্ণ মজবুত হয় নাই)।

তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, (কোরায়েশদের এই) সমস্ত লোকগণ ধন লইয়া বাড়ী ফিরিবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? আল্লার কসম—তোমাদের বস্তু তাহাদের বস্তু অপেক্ষা অতি মহান, অতি মহান। উপস্থিত সকলেই বলিল, নিশ্চয় আমরা উহাতে সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যের প্রাধান্য দেখিতে পাইবে তখন তোমরা ধৈর্য্য ধরিও—আল্লার সঙ্গে এবং হাওজে-কাওছারের নিকট আল্লার রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ (তথা মৃত্যু) পর্য্যন্ত।

আনাছ (রাঃ) বলেন, আমরা পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্য্য ধারণ করি নাই। (যে সব বিরোধ পরবর্তী সময় সৃষ্টি হইয়াছিল উহার প্রতি আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

● মক্কা-বিজয়ের পরক্ষণেই হোনায়নের বিজয় ছিল, ঐ সময় মক্কাবাসীদের প্রতি নবীজীর বিশেষ অনুরাগ দেখায় সরলমনা মদিনার যুবকদের মনে আশঙ্কা জন্মিল, নবী (দঃ)

মক্কায় থাকিয়া যাইবেন। সেই মনোবেদনাই অসংযত মুখে প্রশ্নের ভাষা জন্মাইয়াছে। বস্তুতঃ উহা ছিল, নবীজীর প্রতি তাঁহাদের অতি ভালবাসার বিকাশ। প্রবাদ আছে—"অতি ভালবাসা নানা প্রশ্ন জন্মায়"। সেমতেই নবী (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প প্রকাশে তাঁহাদেরে সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কোন প্রশ্ন থাকে নাই।

১৪০৩। **হাদীছ ঃ**—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি এবং অন্যান্য লোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হোনায়নের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম্য লোকগণ সাহায্যের জন্য রসুল (দঃ)কে ঘিরিয়া ধরিল, এমনকি তাহারা তাঁহাকে বাবুল কাঁটার ঝোপের প্রতি কোণ-ঠাসা অবস্থায় পতিত করিল এবং হযরতের গায়ের চাদর বাবুল কাঁটায় লটকিয়া গেল। হযরত (দঃ) দাঁড়াইয়া চাদরখানা দিবার জন্য বলিলেন এবং শপথ করিয়া বলিলেন, এই বাবুল বনের কাঁটা সংখ্যা পরিমাণ পশুপাল (ইত্যাদি ধন-সম্পদ) হস্তগত হইলেও সবই আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিব; তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও সাহসহীন পাইবে না।

১৪০৪। **হাদীছ ঃ**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। হযরতের গায়ে একটি মোটা পাড়বিশিষ্ট চাদর ছিল; এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী (দঃ)কে চাদর ধরিয়া শক্তভাবে টানিল; হযরতের গর্দানে চাদরের পাড় বিদ্ধ হওয়ার রেখা অঙ্কিত হইয়া গেল। এইরূপ করিয়া সে বলিল, আল্লাহ আপনার হস্তে যে ধন-সম্পদ দিয়াছেন উহা হইতে আমার জন্য কিয়দাংশ বরাদ্দ করুন। নবী (দঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া হাস্যমুখে তাহাকে অর্থ দানের আদেশ করিলেন।

১৪০৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের জেহাদ সমাপ্তে (গণিমতের পঞ্চমাংস বণ্টনকালে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় লোককে অধিক দান করিলেন। আক্‌রা' ইবনে হাবেস নামক এক ব্যক্তিকে একশত উট দিলেন, ওয়ায়না ইবনে হেছন নামক এক ব্যক্তিকেও ঐরূপ এবং আরও কতিপয় আরবের নেতৃস্থানীয় লোককে এইরূপ বেশী বেশী দিলেন। এক মোনাফেক ব্যক্তি মন্তব্য করিল, এই বণ্টনের মধ্যে ইনসাফ করা হয় নাই বা একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে স্থির করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই কু-উক্তির সংবাদ নিশ্চয় পৌঁছাইব। অতঃপর আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া গোপনে তাঁহাকে ঐ সংবাদ বলিলাম। নবী (দঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল; এমনকি আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই সংবাদ না দিলেই ভাল ছিল। অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ইন্‌সাফ না করিলে কে ইন্‌সাফ করিবে? নবী (দঃ) ইহাও বলিলেন, মুছা নবীর প্রতি আল্লার রহমত হউক—তিনি ত এইরূপ উক্তি অপেক্ষা অনেক যাতনাদায়ক ঘটনাসমূহের সম্মুখীন হইয়াও ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন।

রণাঙ্গণে হস্তগত খাদ্যবস্তু প্রয়োজনে খাইতে পারে

১৪০৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের একটি দুর্গ আমরা ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় দুর্গের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি একটি চামড়ার থলিয়া নিক্ষেপ করিল ; উহাতে চর্বিজাতীয় খাদ্য বস্তু ছিল। আমি উহা ধরিবার জন্য ছুটিলাম। তাকাইয়া দেখি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপস্থিত ; তাঁহাকে দেখিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। (নবী (দঃ) মুস্কি হাসি দিয়া বলিলেন, ইহা তোমারই জন্য।)

১৪০৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিভিন্ন জেহাদে আমরা মধু, আঙ্গুর ফল (ইত্যাদি খাদ্যবস্তু) হস্তগত করিতাম এবং আমরা উহা খাইতাম, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে উহা জমা রাখিতাম না।

অমুসলিমদের উপর জিযিয়া প্রবর্তন করা

দেশ রক্ষা ও দেশ শাসন ইত্যাদি প্রয়োজনে সকল শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিই রাষ্ট্র কর্তৃক কর নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। সকল যুগে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই ইহার প্রচলন আছে। মোসলমান প্রজাদের প্রতি দেশ রক্ষার দায়িত্ব সরাসরি চাপাইয়া দিয়া জেহাদকে ফরজ করা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের প্রতি যাকাৎ, ওশর ইত্যাদি নির্দ্ধারিত ও অনির্দ্ধারিত নানাপ্রকার ব্যয় বাধ্যতামূলক প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে অমোসলেমদের উপরও কর ধার্য্য করা হইয়াছে, সেই করকেই আরবী ভাষায় "জিযিয়া" বলা হয়। প্রতি মাসে মাথা কিছু ধনীদের উপর চার দেরহাম (এক টাকা), মধ্যবিত্তদের উপর দুই দেরহাম এবং সাধারণ সঙ্গতীদের উপর এক দেরহাম (চার আনা) হারে নির্দ্ধারিত ছিল, অসমর্থ অক্ষমকে সম্পূর্ণ রেহায়ী দওয়া হইত। এই সামান্য করের বিনিময়ে তাহাদের জান, মাল ইত্যাদির রক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ছিল।

এই সামান্য কর অর্থে "জিযিয়" শব্দকে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা কতই না জঘন্য! আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, (১০ পাঃ ১০ রুঃ)—

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ..... حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

অর্থ—যাহারা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লার ও আল্লার রসুল কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত হারামকে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম (দীন হসলাম)কে গ্রহণ করে না (যদিও তাহারা) কিতাবধারী কাফেরদের মধ্য হইতে (হয়) ; তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাও, যাবৎ না তাহারা জিযিয়া—রাষ্ট্রিয় কর বাধ্যগতরূপে পূর্ণ আনুগত্যের সহিত রাষ্ট্রের প্রভুত্ব স্বীকার এবং উহার সম্মুখে নতী স্বীকার পূর্বক আদায় না করে।

১৪০৮। হাদীছ ঃ—আম্র ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু ওবায়দা (রাঃ)কে বাহ্‌রাইন এলাকার জিযিয়া ওয়াসিল করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বাহ্‌রাইন বাসীদের পক্ষ হইতে কর দানের চুক্তিপত্র গ্রহণ করতঃ তাহাদের উপর আলা-ইবনে হজরমী (রাঃ) ছাহাবীকে শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া দিয়াছিলেন। আবু ওবায়দা (রাঃ) বাহ্‌রাইন হইতে কর আদায় করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। মদীনাবাসী আনছারগণ তাঁহার প্রত্যাবর্তন সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই ফজরের নামায রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে পড়িলেন। নামাযান্তে তাঁহারা হযরতের সম্মুখে আসিলেন। নবী (দঃ) হাসিমুখে বলিলেন, তোমরা আবু ওবায়দার প্রত্যাবর্তন সংবাদ অবগত হইয়াছ? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ। রসুল (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আশা রাখ।

অতঃপর রসুল (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষে দারিদ্রকে ভয় করি না, অবশ্য এই ভয় আছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় তোমাদিগকে ধন-দৌলতের প্রাচুর্য্য প্রদান করা হইবে এবং তোমরা সেই পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় ধন-দৌলতের মোহে নিমগ্ন হইবে, ফলে ঐ মোহ এবং প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে যেরূপে পূর্ববর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করিয়াছে।

১৪০৯। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) স্বীয় শাসনকালে বড় বড় শহর ও এলাকা সমূহের প্রতি অমোসলেমদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালিত করিলেন। সেই উপলক্ষেই পারস্য রাজ্যাধীন এক এলাকার শাসনকর্তা "হুরমুজান" ইসলামে দীক্ষিত হয়। ওমর (রাঃ) তৎকালীন যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, বর্তমান প্রধান প্রধান শক্তি সমূহের শীর্ষ হইল পারস্য সম্রাট, অতএব মোসলমান সৈন্যগণকে তাহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার আদেশ করুন।

ওমর (রাঃ) সকলকে ডাকিলেন এবং নোমান ইবনে মোকাররেন রাজিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোসলেম সৈন্যগণ শত্রুদেশের নিকটবর্তী হইলে পারস্য সম্রাটের গভর্ণর চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইল। উভয়পক্ষ নিকটবর্তী হইলে শত্রুপক্ষের সর্বাধিনায়ক দুভাষী মারফৎ মোসলমান পক্ষের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ আলোচনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। মোসলমানদের পক্ষ হইতে মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইল। তিনি শত্রুদলীয় সর্বাধিনায়ককে বলিলেন, আপনার কি বলিবার ইচ্ছা—বলুন। সে বলিল, আপনাদের অবস্থা কি? (কোন্ সাহসে আপনারা এত বড় শক্তির সংঘর্ষে আসিয়াছেন?) মুগিরা (রাঃ) বলিলেন, আমরা আরববাসী, আমরা অভাব-অনটন ও কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে কালাতিপাত করিতাম। আমাদের জীবন মান এতই নিম্নস্তরের ছিল যে, আমরা চর্ম ও খেজুরের দানা চুষিয়া জীবন বাঁচাইতাম এবং মেষ ছাগল ইত্যাদি লোম বুনিত কাপড়ে জীবন কাটাইতাম। আমাদের

ধর্মীয় জীবন এত কুৎসিত ছিল যে, আমরা বট-বৃক্ষ ও পাথরের মূর্তিসমূহ পূজা করিতাম। এমতাবস্থায় সপ্ত জমিন সপ্ত আকাশের সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা আমাদেরই দেশীয় ও জাতীয় একজন নবী আমাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সেই নবীর মাতা-পিতা বংশধর সকলের পরিচয়ই জ্ঞাত আছি। সেই নবী বা আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি রসুল আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন তোমাদের মোকাবিলায় সংগ্রাম চালাইয়া যাই যাবৎ না তোমরা এক আল্লার এবাদৎ ও গোলামী অবলম্বন কর, কিম্বা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও। সেই নবী আমাদিগকে এই সংবাদও দিয়াছেন যে, সংগ্রামে আমাদের যে কেহ নিহত হইবে সে বেহেশত লাভ করিবে; তথায় এমন নেয়ামত সামগ্রি উপভোগ করিবে যাহার নমুনাও কেহ দেখে নাই। আর যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা জয়ী হইয়া তোমাদের মনিব হইবে।

আলাপ-আলোচনা সমাপনান্তে মুগিরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ দুপুর বেলা হইতেই আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেওয়া। কিন্তু দলের সর্বাধিনায়ক নোমান (রাঃ) বিলম্ব করিতেছিলেন এবং তিনি মুগিয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এইরূপ অনেক জেহাদের সম্মুখীন করিয়াছেন; আপনি উহাতে অলসতা, অমনোযোগিতা ও পশ্চাদপদ হওয়া ইত্যাদি লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হন নাই। অবশ্য আমিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক জেহাদে গিয়াছি। হযরতের রীতি ছিল, তিনি দিনের প্রথম ভাগে (ভোর বেলার শীতলতার মধ্যে) আক্রমণ আরম্ভ না করিলে অতঃপর আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য আছরের নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ার তথা শীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করিতেন।

ইহুদীদেরে আরব ভূ-খণ্ড হইতে বহিষ্কারের আদেশ

১৪১০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—একদা আমরা মসজিদে ছিলাম, নবী (দঃ) তথায় তশরীফ আনিয়া আমাদিগকে বলিলেন, ইহুদীদের মহল্লায় চল। আমরা রওয়ানা হইলাম এবং তাহাদের একটি শিক্ষাগারে উপস্থিত হইলাম। তথায় নবী (দঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি লাভ করিতে পারিবে। তোমরা বুঝিয়া লও, এই ভূ-খণ্ডের মালিক আল্লাহ তায়ালা তথা তাঁহার প্রতিনিধি—রসুল; (যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর তবে) আমি ইচ্ছা করিতেছি, তোমাদিগকে এই এলাকা হইতে বহিষ্কার করার। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া ফেলিবার সুযোগ পায় সে যেন উহা বিক্রি করিয়া ফেলে, নতুবা এই কথাই বাস্তবে পরিণত হইবে যে, এই ভূ-খণ্ডের মালিক আল্লাহ তায়ালা তথা তাঁহার প্রতিনিধি—রসুল।

বিভিন্ন বিষয়

● জেহাদের ব্যাপারে গোপনতা অবলম্বনের জন্য গন্তব্য স্থানের নাম উল্লেখ না করিয়া ঐ দিকের অন্য কোন একালার নাম উল্লেখ পূর্বক শুধু দিক নির্ণয় করা জায়েয—অর্থাৎ ইহা মিথ্যা পরিগণিত হইবে না। (যেমন, ঢাকা হইতে চিটাগাং যাওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে বলিল—ফেণীর দিকে যাইতেছি।) (৪১৬ পৃঃ) ● কোন দিকে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে সেই দিকে রাষ্ট্রপ্রধানকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া চাই (৪১৭ পৃঃ)। ● মোজাহেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন; আমি জেহাদে যাওয়ার মনস্থ করিয়াছি। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার কিছু মাল দ্বারা তোমার সাহায্য করিতে চাই। মোজাহেদ (রঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার সচ্ছলতা তোমার জন্য রহিয়াছে; আমার কামনা যে, জেহাদের পথে আমার মাল ব্যয় হউক। (ঐ) ● খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ধন-ভাণ্ডার তথা বাইতুল-মাল হইতে কোন কোন মানুষ জেহাদের নামে মাল গ্রহণ করে, কিন্তু পরে তাহারা জেহাদে যায় না; ঐরূপ ব্যক্তির নিজস্ব ধন হইতে আমি ঐ পরিমাণ মাল ফেরত উসুল না করিয়া ছাড়িব না। (ঐ) ● তাউস ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, জেহাদে যাওয়া উপলক্ষে তোমাকে হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ কোন কিছু দেওয়া হইলে উহা তুমি যে কোন কাজে ব্যয় করিতে পার, এমনকি বাড়ী খরচের জন্যও রাখিয়া যাইতে পার (ঐ)। ● জেহাদের আমীর কোন বন্দীকে হত্যা করা ভাল বিবেচনা করিলে হত্যা করিতে পারেন (৪২৭)। ● শত্রুর নিকট বন্দী হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করার অবকাশ আছে; তাহা না করাও জায়েয আছে (ঐ)। ● জেহাদে শত্রুদেরকে প্রাণদণ্ড দানে প্রাপ্ত বয়স্ক বাছাই করার প্রয়োজনে গুপ্তলোম দেখার ব্যবস্থা করা জায়েয আছে। এমনকি শরীয়ত সম্মত বিশেষ প্রয়োজনে কোন মোসলমান নারীকেও আবশ্যক হেতু কোন পুরুষ তাহার দেহের সর্বাঙ্গে তল্লাসী চালাইতে পারে (৪৪৩ পৃঃ)। ● পার্থিব কোন প্রাপ্যের আশায় জেহাদ করিলে সেক্ষেত্রে ছওয়াব হইবে না (৪৪০ পৃঃ)।

● মোসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য কোন প্রধানের সহিত কোন চুক্তি করিলে তাহা সকল মোসলমানের পক্ষে বলবৎ হইবে (৪৪৮ পৃঃ)। ● অমোসলেমদের পক্ষ হইতে কোন বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা যাইতে পারে (৪৪৯ পৃঃ)। ● অতি সাধারণ একজন মোসলমানও কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিলে সকল মোসলমানের পক্ষে তাহা বাধ্যতা-মূলক হইবে (৪৫০)। ● ইসলাম শব্দ ছাড়াও যে কোন শব্দে ইসলাম গ্রহণকারী নিরাপত্তার অধিকারী হইবে (ঐ)। ● অমোসলেমদের সহিত চুক্তি ও মিমাংসা করা জায়েয (ঐ)। ● বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ (ঐ)। ● অমোসলেম নিহতদের মৃতদেহ পুতিয়া দিবে। উহার বিনিময়ে ধন উপার্জন নিষিদ্ধ। (৪৫২ পৃঃ)।

পঞ্চম অধ্যায়

হজরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম-পরিচালিত জেহাদসমূহের বর্ণনা

ভূমিকা—

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তের বৎসরকাল মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি মক্কাবাসীদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন, অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিলেন—সকলেই তাঁহার মিত্র ছিল, তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিল না। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তিনি তৌহিদ—একত্ববাদ ও এক আল্লার বন্দেগী করার এবং মন পূজা, মানুষ পূজা, মত্ পূজা, মূর্তি পূজা ইত্যাদি পৌত্তলিকতা এবং যাবতীয় শেরেকী কার্য্য পরিহার করার প্রতি আহ্বান জানাইলেন তখন হইতেই সমস্ত মক্কা নগরী নয় শুধু, সমস্ত আরব দেশ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তাঁহার সমর্থনকারী এবং তাঁহার প্রচালিত সত্য পথ গ্রহণকারীগণ পর্য্যন্ত অত্যাচারিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের উপর মার-পিট, অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুমের সীমা রহিল না। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও এক এক সময় প্রহারের দরুণ অচেতন হইয়া পড়িতেন। বেলাল (রাঃ) খাব্বাব (রাঃ) আম্মার (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিগণ যাঁহারা কোন প্রকার প্রতিপত্তি ও প্রভাব রাখিতেন না তাঁহাদের প্রতি যে পৈশাচিক বর্বারোচিত জুলুম হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। স্বয়ং নবী (দঃ) পর্য্যন্ত মক্কা-বাসীদের হইতে রক্ষা পাইতেন না।

আল্লার কুদরতের নেশানা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ মোসলমানগণ মক্কার রাস্তায় রাস্তায় অলিতে-গলিতে কাফেরদের অত্যাচারের ষ্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হইতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আল্লার সাহায্য-সহায়তার কোন সক্রিয় ব্যবস্থা দেখা যাইতেছিল না। এমনকি অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া নগণ্য সংখ্যক মোসলমান জীবনদানার্থে সেই অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অনুমতি চাহিয়াও ব্যর্থ হইলেন। বার বার সংগ্রামের পিপাসা প্রকাশ করা সত্ত্বেও অনুমতি দেওয়া হইতেছিল না। বাধ্য হইয়া কিছু সংখ্যক মোসলমান দেশ ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও দীর্ঘ তের বৎসর দুঃখ-যাতনা ভোগ করার পর দেশ ত্যাগ পূর্বক মদীনায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এতদসত্ত্বেও কাফেরদের শত্রুতার উপশম হইল না; মোসলমান জাতিকে ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার তৎপরতায় তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। স্বদেশ হইতে বিতাড়িত

মোসলমানগণ অন্য দেশে যাইয়া জীবন-যাপন করিবে তাহাও যেন সম্ভব না হয় সেই সব চেষ্টা-তদবীর চলিতে লাগিল। কাফেরদের আয়ত্তের ভিতরকার কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে তাহা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কাহারও সেইরূপ দুঃসাহস হইলে তাহাকে অসহনীয় দুঃখ-যাতনার মধ্যে শিকলে আবদ্ধ থাকিতে হইত বা জীবনে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইত।

এইসব হাল-অবস্থা কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নহে, বরং বর্ণনাতীত বাস্তব সত্য অবস্থার কিঞ্চিৎকর আভাষদান মাত্র, যাহার শত শত নজীর ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মদীনায় আসিবার পরও নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ শান্তি লাভের প্রয়াস পাইলেন না। মক্কাবাসীরা সর্বদাই মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করায় সচেষ্ট থাকিল।

এইসব বাস্তব ইতিহাস দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দেয় যে, সেই পরিস্থিতিতে দ্বীন-ইসলাম এইরূপ অন্তরায় ও বাধার সম্মুখীন ছিল যে, তখন জেহাদ ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিশ্ব মানবের জন্য মনোনীত ধর্ম দ্বীন ইসলামকে সারা বিশ্বে বাধামুক্ত ও অন্তরায়হীন করার জন্য সৃষ্টিকর্তার সৈনিকরূপে কাজ করিয়া যাওয়ার বিশেষ কর্তব্য মানব-স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ দ্বীন-ইসলামকে বিশ্ব-বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্বীয় বিশেষ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উপর উক্ত কর্তব্য কি পরিমাণে ন্যস্ত হইতে পারে তাহা সুস্পষ্ট। এদিকে পরিস্থিতি ভয়াবহতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল; পদে পদে পাহাড়তুল্য শত শত বাধা ও অন্তরায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ নাই। এমন অবস্থায় মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসরের নীরবে নিস্তব্ধে ধৈর্য্যের সহিত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া যাওয়ার নীতি তথা নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের নীতি বহন করিয়া যাওয়ার রীতি পরিবর্তন করিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুধু বাধ্যই হইলেন না, বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ছিল ভূপৃষ্ঠে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্তব্য সম্পাদনে হযরত (দঃ) দীর্ঘ ১৩ বৎসর পূর্ণমাত্রায় শান্তভাবে অতুলনীয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সংযমশীল প্রচেষ্টা চালাইলেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উপর নজীরবিহীন অমানুষিক অত্যাচার ও সীমাহীন জুলুম-উৎপীড়নে সামান্য বিরতিও দিল না। হযরত (দঃ) সেই জুলুম-অত্যাচারের প্রতিউত্তর ধৈর্য্য, সহ্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা দিতে থাকিলেন; ভক্তবৃন্দকেও ঐ নীতিতে বাধ্য রাখিলেন। অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত দেহ, বিদীর্ণ মস্তক ও রক্তাক্ত শরীর নিয়া

ভক্তবৃন্দ হযরতের চোখের সামনে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু হযরত (দঃ) ধৈর্য্য ধারণ করিতেন এবং ধৈর্য্যরই ছবক দিতেন। এই অপরিসীম ধৈর্য্য, সহ্য সহিষ্ণুতা ও উদারতার প্রচেষ্টা দীর্ঘ ১৩ বৎসরে শুধু মক্কার বুকেও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ হইল না। বরং হযরত (দঃ) এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দ বাড়ী-ঘর ও ধন-সম্পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিঃস্ব অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হইলেন। ধৈর্য্য-সহ্যের এই ব্যর্থতা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিল যে, ঐ নীতির দ্বারা হযরত (দঃ) কস্মিনকালেও স্বীয় কর্তব্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

অপর দিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় পৌঁছিবার পর পরই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জেহাদের বিধান প্রবর্তনের আয়াত নাযেল হইল—

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ - اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ○

অর্থ—(মোসলেম জাতি) যাহারা (এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতির দরুন পথে-ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা হইল; যেহেতু তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাহায্যে সক্ষম; (যদিও তাহাদের বাহ্যিক শক্তি কম।) তাহাদিগকে অন্যায়রূপে তাহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতি দান করিয়াছে। (নতুবা তাহারা কাহারও প্রতি আদৌ কোনরূপ অন্যায়-অত্যাচার করে নাই।) ১৭ পাঃ ১২ রুঃ

উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম এই যে—এই আয়াতের মূল সম্বোধিত ইসলামের সর্বপ্রথম যুগের মোসলমান—ছাহাবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুগণের বাস্তব অবস্থা ও করুণ কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিতার্থে يقاتلون "আক্রান্ত হওয়া" ظلموا "অত্যাচারিত হওয়া" اخرجوا من ديارهم بغير حق "অন্যায়রূপে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়া" ইত্যাদি কতিপয় বিষয় উল্লেখের ভূমিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে, ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামকে বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই জেহাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুলের অনুমতির প্রতীক্ষায় ছিলেন; ইতিপূর্বে অনুমতি চাহিয়াও অনুমতি পান নাই, তাই জেহাদের বিধান প্রবর্তন প্রসঙ্গটি প্রাথমিক পর্য্যায়রূপে আলোচ্য আয়াতে অনুমতি প্রদান আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত জেহাদ সমুহের বাস্তব তথ্যের বর্ণন দান করা হইলে পাঠকবর্গ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে মক্কাবাসিরা ও ইহুদীরা হযরত নবীজীকে সংগ্রামে অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারসাজি, আন্দোলন ও উৎপীড়ন-অত্যাচার মোসলমানগণকে এইরূপে চতুর্দিক

হইতে ঘিরিয়া ধরে যে, হযরত (দঃ) একের পর এক ধারাবাহিকরূপে ছোট বড় যথেষ্ট সংখ্যক যুদ্ধে জড়িত হইতে বাধ্য হন। ঐসব যুদ্ধ সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনাই আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় আসিয়া শক্তি সঞ্চয়ের পর ধারাবাহিকরূপে চতুর্দিকে যে সমস্ত জেহাদ পরিচালনা করিয়াছিলেন, বর্তমান যুগের ক্ষমতালোভী ভোগ-বিলাসে মত্ত ব্যক্তিরা সেই জেহাদগুলির ইতিহাস দেখিয়া ধারণা করিতে চায় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বোধহয় তাহাদেরই ন্যায় একজন ক্ষমতা-শিকারী ছিলেন। নাউজুবিল্লাহে মিন জালেকা—এইরূপ ওছওয়াছা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যাহারা রসুলকে চিনে না, রসুলের মর্য্যাদা জানে না, জেহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্যের খবর রাখে না—ইসলামের ইতিহাসকে যাহারা আপন কেন্দ্র হইতে শিক্ষা করে নাই, শত্রুর কেন্দ্র হইতে শিক্ষা করিয়াছে তাহারা এইরূপ কু-ধারণার বশীভূত হইলে আশ্চর্য্যের কিছুই নহে। কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে দস্যু ডাকাতের কার্য্যকলাপ ও অস্ত্রোপচারকারী ডাক্তারের কার্য্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য বোধ কঠিন নহে। যদি কেহ উভয়কে একই পর্য্যায়ের মনে করে তবে তাহা তাহার জন্য শুধু অজ্ঞতার পরিচয়ই হইবে না, বরং সে নির্বোধ জ্ঞানশূন্যও প্রতিপন্ন হইবে।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিগত ১৩ বৎসরের শুধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলেন; ভূপৃষ্ঠে আল্লার দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় ও বাধার অশুভ শক্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। মানবদেহে আল্লাহদ্রোহিতার ফোড়াকে দয়া, ক্ষমা, ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার প্রলেপ দ্বারা বিদুরিত করার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আজ বিশ্ব-মানবের দয়াল নবী—স্নেহ-মমতা, প্রেম ও ভালবাসার মূর্তপ্রতিক রহমতুল-লিল-আলামীন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐ ফোড়ার উপর অস্ত্রোপচারে উদ্যত হইলেন; ইহাতেই মানবের কল্যাণ ও মঙ্গল—এই ফোড়াকে অস্ত্রের সাহায্যে দমন করাই মানব-গোষ্ঠির প্রতি বড় দয়া।

এই পর্য্যায়ে হযরতের দৃষ্টি বিভিন্ন কারণে সর্বপ্রথম মক্কার শত্রুদেরকে দমন করার প্রতি নিপতিত হইল। কারণগুলি নিম্নরূপ—

(১) আল্লার দ্বীন-ইসলামের প্রাণবস্তু আল্লার ঘর নামে পরিচিত কা'বা শরীফ মক্কায়—উহার উদ্ধার করা ছাড়া ইসলাম ও মোসলমানদের গত্যন্তর নাই।

(২) ভূপৃষ্ঠে দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠায় বাধা ও অন্তরায়রূপে সর্বপ্রথম মক্কাবাসীরাই দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ভিতরই ইসলামদ্রোহিতার বিষ অধিক সঞ্চারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

(৩) সমগ্র আরব-বিশ্ব মক্কাবাসীদের প্রতি শুধু তাকাইয়াই ছিল না, বরং তাহারা প্রকাশ্যে বলাবলি করিতেছিল, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি ক্ষয় করার প্রয়োজন

নাই; তিনি যদি মক্কাবাসী কোরায়েশদের উপর জয়ী হইতে পারেন তবে আমরাও তাঁহার দলে যোগ দিব, আর যদি মক্কাবাসী কোরায়েশরা তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয় তবে আমরা এমনিতেই রেহায়ী পাইব। এই কারণেই মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবের মানুষ দলে দলে ইসলামের প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছিল। যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআন ছুরা-ঃ ছরে রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেও ইহাই বলা হইয়াছিল যে, অবিলম্বে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হউক। হিজরতের পর জেহাদের বিধান প্রবর্তন লগ্নে কোরআন শরীফের যে সব আয়াত নাযেল হয় অনেকের মতে (রুহুল মায়ানী, ১৭—১৪৭ দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে এই আয়াতটিও ছিল—

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا.....

"সংগ্রাম ও অস্ত্রধারণ কর আল্লার দ্বীনের জন্য ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম ও অস্ত্রধারণে লিপ্ত রহিয়াছে তোমাদের বিরুদ্ধে। সীমা লঙ্ঘন (তথা নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা) করিও না; আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। তাহাদেরকে যথায় পাও হত্যা কর এবং যে দেশ হইতে তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে তোমরাও তাহাদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত করে; আল্লার দ্বীনে বাধার সৃষ্টি করা ইহা নরহত্যা অপেক্ষা অনেক বেশী জঘন্য (২ পাঃ ৮ রুঃ) এই আয়াতে যে, সংগ্রামের বিপক্ষরূপে মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

ইসলাম ও মোসলমানদের দীর্ঘদিনের শত্রু—পরম শত্রু এবং ইসলাম ও মোসলমানদের উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্প ও সংগ্রামরত মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সূচনায় হযরত (দঃ) একজন বিশিষ্ট-সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ পরিকল্পকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। কোন দেশ ও জাতিকে পরাজিত করার এবং কাবু করার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মারণাস্ত্রটি মক্কাবাসীদের উপর প্রয়োগের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিলেন। বর্তমান কূটযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক কল-কৌশলের যুগেও ঐ অস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বিবেচিত; সেকালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ বাস্তবিকই চমকপ্রদ ছিল। নবী (দঃ) সর্বপ্রথম মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ ও বাণিজ্য অবরোধ সৃষ্টির পদক্ষেপ নিলেন। এই অস্ত্র যে কোন দেশ বা জাতিকে ঘায়েল ও দুর্বল করিতে বিশেষ ক্রিয়াশীল। মক্কাবাসীদের পক্ষে ত ইহা মৃত্যু পরওয়ানা ছিল। কারণ, প্রাকৃতিক রূপেই মক্কা একটি উৎপাদনহীন মরুদেশ; সেই দেশবাসী লোকদের প্রতিটি লোকমার সংস্থানে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষ সংগ্রহে বহির্দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং মক্কাবাসীদের জন্য বাণিজ্য অবরোধ শুধু অর্থ-নৈতিক অবরোধই ছিল না, বস্তুত উহা তাহাদের পক্ষে খাদ্য অবরোধ ও জীবন অবরোধ ছিল। সেই যুগে মক্কার সর্বাধিক বাণিজ্য ছিল সিরিয়ার

সহিত; মক্কা ও সিরিয়ার যাতায়াত পথ ছিল মদীনাবাসীর বাগের আওতায়। মক্কার অর্থ-সামর্থ্য আহার্য্য-ব্যবহার্য্য সব কিছু বণিকদের মারফৎ এই পথে সিরিয়া হইতে আসিত।

হযরত (দঃ) এই পথকে মক্কার বণিকদের জন্য বিপদ সংকুল ও অবরুদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) এই উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে পর পর কয়েকটি আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব দান আরম্ভ করিলেন। যে সব অভিযানে হযরত (দঃ) নিজে অংশগ্রহন করেন নাই উহাকে পরিভাষায় "সারিয়্যা" বলা হয়। আর যে অভিযানে হযরত (দঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন উহাকে সাধারণতঃ "গযওয়া" বলা হয়।

সর্বপ্রথম জেহাদ

হাম্‌যাহ (রাঃ)-এর অভিযান:

উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হযরত (দঃ) সর্বপ্রথম হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিজরতের মাত্র ছয় মাস পরেই সপ্তম তথা রমজান মাসে ত্রিশ জন মোহাজের ছাহাবীর একটি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বাহিনীটিকে হযরত (দঃ) নিজ হাতে গাঁথা একটি বিশেষ পতাকাও দিয়া ছিলেন যাহা সাদা রঙ্গের ছিল। সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী মক্কাবাসীদের একটি বণিক দল যাহার মধ্যে মক্কার প্রধান সর্দার আবু জহল সহ তিনশত লোক ছিল—তাহাদের উপর আক্রমণের জন্য উক্ত বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দলে সাক্ষাৎ এবং লড়াই-এর উপক্রমও হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ের মিত্র একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় লড়াই ক্ষান্ত থাকে বাহিনীটি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। (আছাহ-হুস-সিয়ার—৮০)

ওবায়দা (রাঃ)-এর অভিযান:

পরবর্তী শাওয়াল মাসেই এই দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয়, ৭০৮০ জন মোহাজের ছাহাবী এই বাহিনীতে ছিলেন। মক্কাবাসী একটি বণিক দল যাহাতে মক্কার প্রধান আবু জহল ও বিশিষ্ট সর্দার আবু সুফিয়ান সহ দুইশত লোক ছিল—এই দলটির উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে উক্ত বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। মোসলমানদের হইতে সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ) কাফেরদের প্রতি একটি তীরও নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যাহা ইসলামী জেহাদের সর্বপ্রথম তীর রূপে পরিগণিত হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় দলে কোন লড়াই হয় নাই। (ঐ)

সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ)-এর অভিযান:

পরবর্তী জীলকাদ মাসে বিশ জনের এই বাহিনীটি মক্কাবাসী কোরায়েশদেরই একটি বণিক দলের উপর আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মক্কাবাসী বণিক দলটি পূর্বাহ্নেই সরিয়া পড়ায় লড়াই হইতে পারে নাই। (ঐ ৮২)

গয্‌ওয়া আব্‌ওয়া বা ওয়াদ্দান :

স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ অভিযানের সর্বপ্রথম অভিযান এইটি। হিজরতের এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই; ১২তম মাসে—ছফর মাসে হযরত (দঃ) অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং ১৫ দিনে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। মদীনা হইতে প্রায় বিশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত সন্নিকটবর্তী দুইটি বস্তি—একটির নাম "আব্‌ওয়া" অপরটির নাম "ওয়াদ্দান"। রসুলুল্লাহ (দঃ) ষাট জন মোহাজের ছাহাবী সঙ্গে লইয়া মক্কাবাসী শত্রু কোরায়েশদের একটি বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবনে উক্ত এলাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন। বিপক্ষ দলের লাগ পাওয়া যায় নাই, তাই এই অভিযানে লড়াই হয় নাই।

গয্‌ওয়া বাওয়াত :

অতঃপর প্রায় এক মাস ব্যবধানে রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের নেতৃত্বাধীনের এই দ্বিতীয় জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। "বাওয়াত" একটি পর্বতের নাম, মদীনা হইতে চার দিনের পথ দুরে অবস্থিত। কোরায়েশদের ঐরূপ একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যেই রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইশত মোহাজের ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া ঐ পর্বত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এইবারও বিপক্ষ দল সরিয়া পড়িতে সক্ষম হওয়ায় এই অভিযানেও লড়াই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

গয্‌ওয়া ওসায়রা :

অতঃপর প্রায় দুই মাস ব্যবধানে তথা জোমাদাল-আখেরাহ মাসে এই জেহাদ পরিচালিত হয়। "ওসায়রা" মদীনা হইতে তিন দিনের পথ দুরে অবস্থিত—একটি স্থানের নাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় দুইশত ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া এই অভিযান পরিচালিত করেন। মক্কার একটি বণিক দল বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করিয়াছিল; তাহাদের গতিরোধে হযরত (দঃ) অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উক্ত স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এই অভিযানেও বিপক্ষ দল সরিয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছিল; লড়াই হয় নাই।

১৪১১। **হাদীছ :**— যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, উনিশটি। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি তাঁহার সহিত কতটিতে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলিলেন, সতরটিতে। জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বপ্রথম কোন্‌টি ছিল? তিনি বলিলেন, "ওসায়রা" অভিযান।

ব্যাখ্যা :—হযরত নবী (দঃ) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ অভিযানের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য রহিয়াছে। ২১, ২৪ এবং ২৭ সংখ্যার বর্ণনাও আছে। বর্ণনাকারীদের অবগতির পার্থক্যেই এই পার্থক্য।

সর্বপ্রথম অভিযান কোন্‌টি ছিল সে সম্পর্কেও উল্লিখিত বর্ণনার ব্যতিক্রমে বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সর্ব প্রথমটি "আবওয়া" অভিযান তারপর "বাওয়াত" অভিযান, তারপর "ওসায়রা"।

গয্ওয়া ছাফওয়ান :

উপরোক্ত অভিযানের অল্প দিন পরেই মদীনার সীমান্তে মোসলমানদের পশুপাল লুণ্ঠনের চেষ্টায় কাফেরদের একটি আক্রমণ হয়, সেই আক্রমণকারীদের পশ্চাদ্ধাবনেও রসুলুল্লাহ (দঃ) ছোট-খাট একটি অভিযান চালাইয়া ছিলেন এবং "ছাফওয়ান" নামক উপত্যকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের লাগ পাওয়া যায় নাই।

হিজরতের পর সপ্তম মাস তথা রমজান মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জোমাদাল আখেরাহ পর্যন্ত দশ মাসে পর পর ছয়টি অভিযান চলিল; উদ্দেশ্য—বাণিজ্য অবরোধ সৃষ্টি করিয়া মক্কাবাসী শত্রুকে দুর্বল ও ঘায়েল করা। প্রথম তিনটি বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে চলিয়া ছিল। অতঃপর উক্ত ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ নেতৃত্বে আরও তিনটি অভিযান চালাইলেন।

উক্ত অভিযানগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের লাগ পাওয়া যায় নাই বলিয়া লড়াই অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় মক্কাবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল নিশ্চয়। শুধু ব্যতিব্যস্তই নয়, তাহারা কিছুটা বেসামালও হইয়া পড়িল এবং প্রতিশোধে মোসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত করার পদক্ষেপও নিল। যেরূপ গয্ওয়া ছাফওয়ানের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের ঐ শ্রেণীর খোঁচাখুঁচিতে ভীত না হইয়া তিনি তাঁহার অবরোধ ব্যবস্থাকে আরও অধিক জোরদার, ক্রিয়াশীল এবং উন্নতমানের করার আর এক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলেন। মক্কা এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া তাহাদের গমনাগমন ও গতিবিধির খবরাখবর গোপনে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) বারজন লোকের একটি দল মক্কা একালার অভ্যন্তর দিকে প্রেরণ করিলেন। মনে হয়, উক্ত ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার নিকটও অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। উক্ত দলটির একটি ঘটনা সাধারণ বিধানে ত্রুটিজনক ছিল; যদ্দরুণ রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ সকলেই তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে ছিলেন, আর মক্কার কাফেররা ত উহার প্রতিবাদে ঢাক-ঢোল পিঠাইতে ছিল। সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত দলের পক্ষে সাফাই বর্ণনায় পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই—

আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ)-এর গোয়েন্দা দল :

মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি অভিযান আরম্ভের একাদশ মাস রজব মাসে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে বারজন লোকের একটি দল গোয়েন্দাগিরির জন্য হযরত (দঃ) প্রেরণ করিলেন। উক্ত দলটির গতিবিধিকে এতই গোপন রাখা হইল যে, তাহাদের কোথায় যাইতে হইবে সেই বিষয়টি যাত্রার সময় তাহাদের নিকটও হযরত (দঃ) গোপন রাখিয়াছিলেন। একটি আবদ্ধ লিপি দলপতির হাতে অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে নির্দিষ্ট পথে রওয়ানা

করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, দুই দিন ভ্রমণের পর লিপি পাঠ করিয়া উহার অনুসরণ করিবে। লিপি পাঠে দেখা গেল, লেখা রহিয়াছে—তোমরা 'নখ্‌লা' নামক স্থানে পৌঁছিবে যাহা মক্কা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগরী তায়েফ ও মক্কার মধ্যস্থলে অবস্থিত। তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হইবে, কোরায়েশের বণিক দলসমূহের গতিবিধি ও গমনাগমন লক্ষ্য করা এবং উহাদের সঠিক তথ্য আমাকে অবগত করা। শত্রু দলের অভ্যন্তরে তাহাদের পেটের ভিতরে প্রবেশ পূর্বক গোয়েন্দাগিরী করা অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল কাজ এবং জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিপদে অর্পণ করার কাজ, তাই হযরতের বিশেষ পরামর্শ মতে দলপতি সঙ্গীগণকে বলিলেন, লিপির মর্ম এই, কিন্তু কাহারও প্রতি জবরদস্তি নাই, স্বেচ্ছায় যে অগ্রসর হইতে না চাহিবে সে ফিরিয়া যাইতে পারে। দ্বীন-ইসলামের খেদমতে সকলেই বিপদকে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নির্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া কর্তব্য পালনে রত হইলেন। তখন রজব মাস।

জিলকদ, জিলহজ্জ, মহররম ও রজব এই চারিটি মাস হরমের মাস; এই সব মাসে কোন প্রকার লড়াই ও খুন-খারাবি আরববাসীদের নিকট অত্যন্ত জঘন্য কাজ পরিগণিত। ইসলামেও হিজরী নবম সন পর্য্যন্ত উহা হারাম পরিগণিত ছিল। আলোচ্য গোয়েন্দা দলটি তাহাদের কার্য্যকাল—রজব মাসের শেষ দিনটিতে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।

মক্কাবাসী চারজন লোকের একটি দল তায়েফ শহর হইতে উক্ত গোয়েন্দা দলের অবস্থান পথে মক্কা যাইতে ছিল; গোয়েন্দা দলটি তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িল। গোয়েন্দা দলের মোসলমানগণ চিন্তায় পড়িলেন—যদি উক্ত চারজন লোককে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় তবে এক দিনের মধ্যেই গোয়েন্দা দলের সংবাদ মক্কায় ফাঁস হইয়া যাইবে, আর তাহাদেরে আক্রমণ করা হইলে হরমের মাস—রজব মাসের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা হইবে। অবশেষে পরামর্শে সাব্যস্ত হইল যে, তাহাদের উপর আক্রমণ করা হউক; (প্রাণ বাঁচাইতে অবৈধ কাজে বাধ্য হইলে তাহা শরীয়ত অনুমিত।) সেমতে তাহাদের উপর আক্রমণ করা হইল। তাহাদের একজন নিহত হইল, দুইজন বন্দী হইল, আর একজন পলাইতে সক্ষম হইল। গোয়েন্দা মোসলমান দল (বিপদ আশঙ্কায়) বন্দীদ্বয় এবং তাহাদের মালামাল সহ তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন এবং মদীনায় চলিয়া আসিলেন।

অচিরেই ঘটনার সংবাদ মক্কাবাসীদের গোচরে আসিয়া গেল, তাহারা প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়িল যে, মোসলমানগণ হরমের মাসেরও পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াছে। মদীনার মোসলেম সমাজও গোয়েন্দা দলের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদী হইল, এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাহাদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলেন। অমোসলেম-মোসলেম সকলের মুখেই প্রশ্ন—হরমের মাসে লড়াই করা কি জায়েয ও বৈধ? কিন্তু গোয়েন্দাদের কার্য্যে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ছিল না। তাহাদের কার্য্যের উপর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে ছিল উহা খণ্ডনে ঠেস ও কটাক্ষমূলক উত্তরের আয়াত আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ...... وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"হরমের মাসে লড়াই করা সম্পর্কে আপনার নিকট লোকেরা প্রশ্ন করে; আপনি বলিয়া দিন, হরমের মাসে লড়াই-যুদ্ধ বড় অন্যায়ই বটে। কিন্তু আল্লার পথে (তথা আল্লার দ্বীন-ইসলামে) বাধার সৃষ্টি করা, আল্লার সহিত কুফরী করা এবং মক্কার পবিত্র মসজিদ তথা কাবা শরীফে (এবাদতের কাজে বা লোকদের জন্য) বাধার সৃষ্টি করা এবং সেই পবিত্র মসজিদের প্রতিবেশীদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত করা আল্লার নিকট উক্ত অন্যায় অপেক্ষা অনেক বেশী বড় অপরাধ। আর আল্লার দ্বীনে বাধার সৃষ্টি করা এবং উহার জন্য কাহাকেও দুঃখ-যাতনা দেওয়া মনুষ্য খুন করা অপেক্ষা জঘন্য ও মহাপাপ" (২ পাঃ ১১ রুঃ *।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক গোয়েন্দা দলের পক্ষাবলম্বন বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিকল্পনার প্রতি বিরাট সমর্থন দান ছিল। এই সমর্থন এবং ফলাফল দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও অধিক জোরদার করায় নূতন উৎসাহ পাইলেন।

ইতিমধ্যেই তথা উক্ত ঘটনার মাত্র এক মাস ব্যবধানে হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, মক্কাবাসীদের একটি বিশেষ বণিক দল সিরিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতেছে। দুই মাস পূর্বে এই দলটি মক্কা হইতে সিরিয়া গমন করিতে ছিল; তখনও রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাদেরই পিছু ধাওয়া করিয়া নিজ নেতৃত্বে পূর্বে বর্ণিত "গযওয়া ওসায়রা" নামক অভিযান পরিচালিত করিয়া ছিলেন।

এই দলটি বৃহৎ বাণিজ্য-দল ছিল, মক্কার প্রায় প্রতিটি লোকেরই টাকা ইহাতে ছিল। ধন-সম্পদ, মালামালও অনেক বেশী ছিল। মক্কাবাসীদের জীবন ধারণের রসদ এবং শক্তি সঞ্চয়ের অস্ত্র সস্ত্রও নিশ্চয় ইহাতে থাকিবে। এমতাবস্থায় এই দলটিকে কাবু করিতে পারিলে মক্কাবাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে এবং অবরোধ ব্যবস্থায় বিরাট সাফল্য অর্জিত হইবে। এই দলটির উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) নিজ নেতৃত্বে পূর্ববর্তী সকল অভিযান অপেক্ষা অধিক লোক লইয়া যাত্রা করিলেন। কুদরতের খেলা— বণিক দলটি নাগালে আসিল না; উহার পরিবর্তে হযরত (দঃ) নিজ দল অপেক্ষা বহুগুণ বেশী শক্তিশালী মক্কাবাসী এক দল সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন; উহাই ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ যাহার বিবরণ এই—

বদরের জেহাদ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিজ নেতৃত্বে পরিচালিত সাতাইশটি অভিযানের নয়টির মধ্যে লড়াই সংঘটিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বদরের জেহাদ।

* এই বিবরণ আছাহ্‌-হুস সিয়ার ৮২ পৃঃ ও রুহুল-মায়ানী ২—১২ হইতে উদ্ধৃত।

বদর একটি এলাকার নাম, মদীনা হইতে প্রায় ১০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই জেহাদে ৩১৩ জন ছাহাবী যোগাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে ১০ জন রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিযানে মোসলমানগণের সাজ-সরঞ্জামের খুবই অভাব ছিল; তিন শতের অধিক লোকের মধ্যে যানবাহনরূপে শুধুমাত্র নগণ্য সংখ্যক ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। তিন তিন, চার চার জন লোক এক একটি উটকে পরস্পর ভাগাভাগিরূপে ব্যবহার করিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবস্থায়ই দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন।

পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী; সৈন্য এক হাজার—তাহার মধ্যে মক্কার সর্দারগণ ও বড় বড় প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ, ঘোড়া এক শত ও উট সাত শত ছিল।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজান মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যভাগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত কোরেশদের একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন। সপ্তাহকাল ভ্রমণের পর বদর নামক এলাকার নিকটবর্তী বণিক দলের পরিবর্তে কাফের সৈন্য দলের সম্মুখীন হইলেন এবং সেই এলাকার ময়দানে যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে মোসলমানগণ জয়লাভ করেন এবং শত্রু পক্ষ কাফের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মোসলমাদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন, কাফেরদের পক্ষে মক্কার সর্বপ্রধান নেতা আবু জহল ও অন্যান্য কতিপয় নেতাসহ ৭০ জন নিহত হয় স্বয়ং হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) ও জামাতা সহ ৭০ জন কাফের বন্দী হয়, অবশিষ্ট কাফেররা পলায়নের সুযোগ পায়।

বদর-জেহাদের সূচনা

১৪১২। হাদীছঃ— ان عبد الله بن كعب رضى الله تعالى عنه

قَالَ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا اِلَّا فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّىْ تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ ٥

অর্থ—ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজে যে সমস্ত জেহাদে যোগদান করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটিতেই আমি যোগদান করিয়াছি। কিন্তু তবুকের জেহাদে আমি যোগদান করি নাই (যদ্দরুন আমাকে বহু তিরস্কার ও শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে।) অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও যোগদান করিয়াছিলাম না, কিন্তু বদরের জেহাদে যোগদান না করার কারণে কাহাকেও কোন প্রকার তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করা হয় নাই। কারণ, বদর-জেহাদের ঘটনার সূচনায়

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল (সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত) মক্কাবাসী কোরায়েশদের একটি বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবন করা। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্বীয় আবাস স্থান (মদীনা) হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোসলমানগণ এবং (ঐ বণিকদলের পরিবর্তে) মক্কার রণপিপাসু কাফের সৈন্যদলের মধ্যে পূর্ব হইতে কোন প্রকার তারিখ নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—বিশিষ্ট ছাহাবী কায়া'র ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বদর-জেহাদের প্রাথমিক সূচনারূপ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত মক্কাবাসী কোরায়েশদের একটি বণিকদলের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে মক্কার সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যাহার ঘটনা এই ছিল—উক্ত বণিকদলের নেতা আবু-সুফিয়ান পূর্বাহ্নেই মোসলমানদের গতিবিধির খোঁজ পাইয়া ছিল। সেমতে সে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে ছিল। এমনকি অবশেষে সে স্বীয় দলবল সহ সাধারণ পথ পরিবর্তন করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্বক রক্ষা পাইতেও সক্ষম হইয়াছিল।

আবু সুফিয়ান মোসলমান বাহিনীর গতিবিধির খোঁজ পাওয়ার সূচনায়ই মক্কাবাসীদের নিকট এই খবর পাঠাইয়া দিয়াছিল যে, তোমরা স্বীয় বণিকদলের রক্ষার জন্য অগ্রসর হও, মোহাম্মদ ও তাহার সহচরগণ বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে।

সেই বণিকদলের নিকট মক্কাবাসী প্রত্যেকটি নর-নারীর ধন-সম্পদ অর্পিত ছিল এবং উহা প্রচুর ধন-দৌলত সম্বলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন মোসলমানদের প্রতি বিশেষরূপে মক্কাবাসীদের ক্রোধ অত্যধিক ছিল। তাই উক্ত খবরে মক্কাবাসীরা অগ্নিমূর্তিতে উতলিয়া উঠিল এবং এহেন কার্য্যক্রমের প্রতিকার, বরং মোসলমানদের এইরূপ দুঃসাহসিকতার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বণিকদের দলপতি আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী সিংহী নারী হিন্দা স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় উন্মাদিনী হইয়া পড়িল; সে তাহার পিতা ওৎবা, চাচা শায়বা এবং ভ্রাতা ওলীদ যাহারা প্রত্যেকেই মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বীর পুরুষ ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক রূপে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মাসেক পূর্বে মোসলমান গোয়েন্দাদের হাতে "নখলা" নামক স্থানে মক্কাবাসী একজন নিহত দুইজন বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনও প্রতিশোধ গ্রহণের পিপাসায় সদলবলে যুদ্ধের নামে ছুটিয়া আসিল। মক্কার ঘরে ঘরে রণ-সজ্জার প্রস্তুতি চলিল; পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যদল গঠিত হইয়া মক্কার নেতাগণের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হইল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে "রওহা" নামক স্থানে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে "ছুফ্‌রা" স্থানে পৌঁছিয়া স্বীয় গুপ্তচর মারফৎ মক্কাবাসীদের সৈন্য চালনার খবর অবগত হইলেন। সেমতে হযরত (দ) ছাহাবীদের সহিত পরামর্শ